দশমঃ স্কন্ধঃ

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। গোবর্দ্ধনে ধৃতে শৈলে আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে।
গোলোকাদাব্রজৎ কৃষ্ণং সুরভিঃ শক্র এব চ ॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—গোবর্দ্ধনে শৈলে ধৃতে ব্রজে আসারাৎ (প্রবলধারাপাতাৎ) রক্ষিতে গোলকাৎ শক্রঃ (ইন্দ্রঃ) সুরভিঃ এব চ কৃষ্ণং আব্রজৎ (আজগাম)।

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করে প্রলয়ঙ্কর ঝড়-জল থেকে ব্রজবাসিদের রক্ষা করলে প্রাকৃত গোলোক থেকে কামধেনু সুরভি ও দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট এলেন।

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** গা নিত্যং বর্দ্ধয়তীতি তথা তস্মিন্নিতি তৎসাহায্যেন মহা-বৃষ্ট্যাঽপি তয়া গবাং দুঃখশঙ্কা নিরস্তা, প্রত্যুত তৃণাদধিকসম্পত্ত্যা সমৃদ্ধিরেব সূচিতা। ব্রজ-শব্দেন তত্রত্যা মানুষাঃ পশুপক্ষ্যাদয়শ্চ; গোলোকাৎ প্রাকৃতাৎ, ন ত্বপ্রাকৃতাৎ শ্রীগোকুলপ্রকাশবিশেষাৎ, ইন্দ্রস্য তদীয়সুরভি-সঙ্গাসম্ভবাৎ; অপ্রাকৃতগোলোকস্তু অষ্টাবিংশাধ্যায়ান্তে দর্শয়িষ্যতে। ইন্দ্রস্য তয়া সহাগমনং শ্রীকৃষ্ণস্য গো-প্রিয়তাজ্ঞানাৎ, তত্রাপি তস্যা আদ্যত্বাৎ। অত্র ইন্দ্রোঽপি তদানয়নার্থং তত্র গত্বা তস্মাদাব্রজাদিতি সম্বধ্যতে, 'ব্রহ্মণা চোদিতা বয়ম্' (শ্রীভা০ ১০।২৭।২১) ইতি সুরভিবাক্যাৎ, তত্র তু ব্রহ্মণা প্রেষিতস্তেনৈব সহাগ-তস্ততশ্চ সুরভ্যা সমং ব্রহ্মাজ্ঞামাদায় গত ইতি চ। অপ্যর্থে চকারঃ। মহাপরাধিত্বেন তস্যা গমনং ন সম্ভ-বেৎ, তথাপ্যাব্রজেদিত্যর্থঃ, অনন্যগতিকত্বাৎ। তত্র হেতুঃ—কৃষ্ণং স্বয়ং ভগবন্তম্, অতঃ শরণাগতত্বেনাব্রজ-দিত্যর্থঃ। সুরভিপক্ষে—কৃষ্ণং স্বসন্তানপ্রিয়তাগুণেনাকর্ষকম্, এব-শব্দেন শক্রস্য কৈবল্যং বোধ্যতে, বাহনাদি পরিবারত্যাগেনাগমনাৎ, ব্রহ্মর্ষিদেবমাতৃণাং চাতিসংঘট্টভিয়া দূরে স্থিতত্বাৎ। অত্র বিশেষঃ শ্রীবৈশম্পায়-নেনোক্তঃ—'স দদর্শোপবিষ্টং বৈ গোবর্দ্ধনশিলাতলে। কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণং পুরুহূতঃ পুরন্দরঃ॥ তং বীক্ষ্য বালং মহতা তেজসা দীপ্তমব্যয়ম্। গোপবেশধরং বিষ্ণুং প্রীতিং লেভে পুরন্দরঃ॥ তং সাম্বুজলদচ্ছায়ং কৃষ্ণং শ্রীবৎসলক্ষণম্। পর্য্যাপ্তনয়নঃ শক্রঃ পুনঃ পুনরুদৈক্ষত॥' অতঃ প্রীতিং লেভে ইতি পূর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণস্যৈকান্তে দর্শনাসম্ভাবনায়াসীৎ, তস্যাপ্যপগমাদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তত্রৈব—'তস্যোপবিষ্টস্য সুখং পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুঙ্গবঃ।

অন্তর্দ্ধানগত-ছায়াং চকারোরগভোজনঃ ॥' ইতি। শ্রীপরাশরেণাপি—'গরুড়ঞ্চ দদর্শোচ্চৈরন্তর্দ্ধানগতং দ্বিজম্। কৃতচ্ছায়ং হরেমূর্দ্ধি পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুঙ্গবম্ ॥' ইতি ॥ জী০ ১ ॥

১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গোবর্ধনে—[গো+বর্ধন] গোবর্ধন নামক পর্বতের নামের পদটি ভাঙ্গিয়ে অর্থ—নিত্য গোসমূহের পুষ্টি বর্ধন করে সেইরূপ গোবর্ধনে। কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করলে ব্রজমণ্ডল রক্ষিত হল—মহাবৃষ্টি হলেও এই গোবর্ধনের সাহায্য হেতু এই বৃষ্টিতে গোসমূহের দুঃখের আশঙ্কা নিরস্ত হল, প্রত্যুত তৃণের প্রাচুর্য হেতু গোকুলের সমৃদ্ধিই সূচিত হল। **ব্রজ**—ব্রজ শব্দে ওখানকার লোকজন পশু পাখী প্রভৃতি। **গোলোক**—এই গোলোক প্রাকৃত ইন্দ্রলোকে অবস্থিত, অপ্রাকৃত নয়—ইহা অপ্রাকৃত গোকুলের প্রকাশ বিশেষ-অপ্রাকৃত গোলোকের শ্রীকৃষ্ণের কামধেনু সুরভির সঙ্গ ইন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব হওয়া হেতু। অপ্রাকৃত গোলোক কৃষ্ণ ব্রজজনকে দেখিয়েছেন—১০।২৮ অধ্যায়ের শেষে। শ্রীকৃষ্ণ যে গো-প্রিয় তা ইন্দ্র জানে তাই সুরভিকে সঙ্গে নিয়ে এলেন, একসঙ্গে চলার মধ্যেও সুরভিই আগে আগে চললেন। **গোলকাৎ আব্রজৎ**—ইন্দ্র ও সুরভি শ্রীকৃষ্ণের নিকট এলেন গোলোক থেকে—ইন্দ্রও সুরভিকে আনার জন্য গোলোকে গিয়েছিলেন, তাই বলা হল সেখান থেকে এলেন। সুরভিকে গোলোকে ব্রহ্মা পাঠিয়েছিলেন, ইহা সুরভির বাকোই পাওয়া যায়, যথা—"ব্রহ্মার দ্বারা আমরা প্রেরিত হয়েছি"—(শ্রীভা০ ১০।২৭।২১)। **এব**—এখানে কিন্তু সুরভি ব্রহ্মার দ্বারা প্রেরিত হয়ে 'এব' ইন্দ্রেরই সহিত ব্রহ্মলোক থেকে চলে এলেন। অতঃপর **চ**—ইন্দ্র সুরভির সহিত একসঙ্গে হয়ে ব্রহ্মার আজ্ঞা শিরোধার্য করে কৃষ্ণের নিকট আগমন করলেন। অপি অর্থে 'চ'কার, ইন্দ্র মহাপরাধী বলে সুরভির তার সাথে গমন সম্ভব হয় না, তথাপি গেলেন, এরূপ অর্থ—আর অন্য কোন গতি নেই বলে। অনন্যগতি হওয়ার কারণ **কৃষ্ণং**—তিনি যে স্বয়ং ভগবান্, অতএব তার নিকট গেলেন শরণাগতভাবে, এরূপ অর্থ। সুরভি পক্ষে—'কৃষ্ণ' পদের ধ্বনি—সুরভির নিজ সন্তান ধেনুরা কৃষ্ণের অতি প্রিয়, এইগুণে সুরভির আকর্ষক হলেন কৃষ্ণ। 'এব' শব্দে ইন্দ্র যে একলা, তাই বুঝা যাচ্ছে—বাহনাদি পরিবার ত্যাগ করে একা সুরভির সহিত আগমন এবং ব্রহ্মর্ষি-দেবমাতাদিগে লোকসংঘট্টের ভয়ে দূরে রেখে আসা হেতু একলা। এ সম্বন্ধে কিছু বিশেষ শ্রীবৈশম্পায়ন (ব্যাস শিষ্য) বলেছেন, যথা—"ব্রজদুঃখহারী কৃষ্ণকে পুরুহুত (পুরুদৈত্যের দ্বারা যুদ্ধে আহুত) ইন্দ্র গোবর্ধনশিলাতলে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখলেন। মহাতেজে দীপ্ত, নির্বিকার, গোপবেশধর সেই বালকবিষ্ণুকে পুরন্দর চেয়ে চেয়ে দেখে প্রীতি লাভ করলেন। সেই নবঘনশ্যামসুন্দর শ্রীবৎস লক্ষণ কৃষ্ণকে ইন্দ্র বিস্ফারিত নয়নে পুনঃ পুনঃ দেখতে থাকলেন। অতঃপর এই যে প্রীতি লাভ করলেন এর কারণ পূর্বে কখনও একান্তে কৃষ্ণকে দেখবার সৌভাগ্য ইন্দ্রের হয় নি—কৃষ্ণেরও তার সম্মুখ থেকে অন্তর্ধান করা হেতু, এরূপ ভাব। আরও সেখানেই আছে—"সর্পভোজী পক্ষীশ্রেষ্ঠ গরুড় মহাশয় অদৃশ্য থেকে কৃষ্ণের উপবেশন সুখ সম্পাদন করলেন, তার পক্ষ দিয়ে কৃষ্ণের উপর ছায়া দান করত।" শ্রীপরাশরও বলেছেন—"আকাশে অদৃশ্য থেকে পক্ষী গরুড়ও চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকলেন, শ্রীহরির মস্তকোপরি তাঁর পক্ষ দিয়ে ছায়া সম্পাদন করলেন পক্ষীশ্রেষ্ঠ।" ॥ জী০ ১ ॥

GAUDIYA MI... MATH ... CALCUTTA-3 A.C.C. No.

২। বিবিক্ত উপসঙ্গম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ।
পস্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্চ্চসা॥

২। অন্বয়ঃ কৃতহেলনঃ (কৃষ্ণং প্রতি অবজ্ঞাকারী) ব্রীড়িতঃ (লজ্জিতঃ) [ইন্দ্রঃ] বিবিক্তে (নির্জনে) উপসঙ্গম্য (কৃষ্ণসমীপমাগত্য) অর্কবর্চসা (সূর্যবৎতেজশালিনা) কিরীটেন এনং (কৃষ্ণং) পাদয়োঃ পস্পর্শ।

২। মূলানুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা দেখানোতে ইন্দ্র লজ্জিতভাবে নির্জনে কৃষ্ণের নিকট আগমন পূর্বক সূর্য তুল্য প্রদীপ্ত কিরিটে তাঁর পদযুগল স্পর্শ করলেন।

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ সপ্তবিংশে ভয়াদ্রিন্দ্রস্তুতিস্তত্র কৃপা হরেঃ। সুরভ্যা চাভিষেকো যদ্‌-গোবিন্দেত্যভিধাভবৎ॥ আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে ইতি শক্রস্য ভয়েনাগমনে হেতুঃ। স্বরভেস্তু ব্রহ্মাজ্ঞয়া ভগবদভিষেকঃ শক্রসাহায্যঞ্চ। ব্রহ্মণা চোদিতা বয়মিতি তদুক্তেঃ। গোলোকাৎ প্রাকৃতাদেব নত্বপ্রাকৃতাদ্বৈকুণ্ঠ বিশেষাৎ তদীয় সুরভেরিন্দ্রসাহিত্যানুপপত্তেঃ॥ বি° ১॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সপ্তবিংশ অধ্যায়ে ভয়ে ইন্দ্রকৃত স্তুতি, শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ। এবং স্বর্গীয় কামধেনু সুরভির দ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক—যেহেতু কৃষ্ণের 'গোবিন্দ' নামের প্রকাশ হল। প্রলয়কারী ঝড় জল থেকে ব্রজের রক্ষা হল,—এই ব্যাপার দেখে ইন্দ্র ভয় পেয়ে গেলেন। এতেই স্বর্গীয় গোলোক ছেড়ে এই ভুলোকে তার আগমন হল। সুরভিরও আগমন হল ব্রহ্মার আজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ও ইন্দ্রের সাহায্যার্থে—পরে (১০।২৭।১১) শ্লোকে সুরভির বাক্য—"ব্রহ্মার দ্বারা আমরা প্রেরিত হয়েছি।" **গোলোকাৎ**—প্রাকৃত গোলোক থেকেই ইন্দ্রের আগমন, অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ বিশেষ থেকে নয়। কৃষ্ণের সুরভির সঙ্গ ইন্দ্রের হতে পারে না॥ বি° ১॥

২। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ বিবিক্তে বিজন ইতি গোকুলে তেষাং প্রকটাগমনব্যবহারাভাবাৎ, ক্ষমাপণায় একান্তে ব্যবহারসিদ্ধত্বাচ্চ। শ্রীকৃষ্ণস্যৈকাকিত্বেন তত্র স্থিতিশ্চ নভসি দূরতস্তৎসুরভিসহিতং তং দৃষ্ট্বা কেনাপি ব্যাজেনাগমনাৎ। 'বিবিক্ত উপসঙ্গম্য' ইতি সুরভিং বিনেতি গম্যতে, তচ্চ স্বয়মেবাসৌ একাকিতয়া দীনো ভূত্বা প্রথমং মিলত্বিতি সুরভ্যা এব প্রেরণয়েতি জ্ঞেয়ম্। তত্র হেত্বন্তরম্—ব্রীড়িতঃ প্রাপ্তলজ্জঃ; কুতঃ? কৃতং হেলনং দুরুক্ত্যাদিনা ভগবদবজ্ঞা যেন; কিরীটেনেতি—দণ্ডবৎপ্রণামং বোধয়তি; অর্কবর্চসেতি—তস্য তৎপাদয়োরুপযোজিতস্য শোভাং বর্ণয়তি॥ জী° ২॥

২। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ বিবিক্ত—নির্জনে, কৃষ্ণ সমীপে আগমন, নির্জনে আসার কারণ ইন্দ্রাদি দেবতাদের বৃন্দাবনে প্রকাশ্য আগমন-ব্যবহার নেই এবং অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার জন্য একান্তে ব্যবহারই সিদ্ধিপ্রদ এবং শ্রীকৃষ্ণেরও একাকী গিরিরাজের তটে অবস্থিতির কারণ হল, দূর থেকে সুরভির সহিত ইন্দ্রকে এদিকে আসতে দেখে কোনও ছলে কৃষ্ণের সেখানে গিরিতটে একাকী আগমন। ইন্দ্র

৩। দৃষ্টশ্রুতানুভাবোঽস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
নষ্টস্ত্রিলোকেশমদ ইদমাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥

৩। **অন্বয়ঃ** অমিততেজসঃ (অনন্তং তেজো যস্য তস্য) অস্য কৃষ্ণস্য দৃষ্টশ্রুতানুভাবঃ (শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণেন দৃষ্টঃ, শ্রুতঃ শ্রীব্রহ্মাদিমুখেনানুভাবো যেন সঃ) নষ্টস্ত্রিলোকেশমদঃ (অহং ত্রিলোকেশ ইতি মদঃ বিগতঃ যস্য স ইন্দ্রঃ) কৃতাঞ্জলিঃ আহ।

৩। **মূলানুবাদঃ** অনন্ত তেজশালী বালগোপালরূপী নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক প্রভাব প্রথমে গোবর্ধন ধারণ লীলায় দেখে পরে ব্রহ্মার নিকট শুনে ইন্দ্রের ত্রিলোকেশ্বর-অভিমান চলে গিয়েছিল, তাই প্রণাম পূর্বক নষ্টগর্ব ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলতে লাগলেন।

কৃষ্ণের সঙ্গে নির্জনে মিলিত হলেন—এতে বুঝা যাচ্ছে সুরভিকেও ছেড়ে দিয়ে একাকী এসে মিলিত হলেন। এখানে বুঝতে হবে, সুরভিই প্রেরণা দিলেন—'ইন্দ্র স্বয়ংই একাকী ভাবে দীন হয়ে প্রথমে গিয়ে মিলুক'। অন্য একটি হেতুও এখানে আছে **ব্রীড়িতঃ**—ইন্দ্র লজ্জা প্রাপ্ত—লজ্জিত কেন? **কৃতহেলনঃ**—সে যে দুরুক্তি প্রভৃতি দ্বারা ভগবান্‌কে অবজ্ঞা দেখিয়েছে, তাই লজ্জিত। কিরীটের দ্বারা পাদস্পর্শ—এতে বুঝা যাচ্ছে ইন্দ্র দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হয়েই প্রণাম করলেন। **অর্কবর্চসেতি**—সূর্যতুল্য প্রদীপ্ত—(কৃষ্ণের নখমণির জ্যোতিতে)—কৃষ্ণের পদযুগলের সহিত মিলিত কিরীটের শোভার কথাই বর্ণিত হচ্ছে এখানে॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** বিবিক্ত ইতি হন্ত হন্ত শক্রহতকস্য বজ্রপ্রহারৈর্মম গোবর্দ্ধনপৃষ্ঠং কীদৃশং জর্জ্জরমভূদিতি দিদৃক্ষয়া কদাচিৎ প্রাতরেকাকিনৈব কৃষ্ণেন তত্র গমনাত্তদৈবেন্দ্রেণাপ্যাগমনাদিতি বুধ্যতে দর্শনস্থানঞ্চ হরিবংশে ব্যক্তম্—"স দদর্শোপবিষ্টং বৈ গোবর্দ্ধনশিলাতলে" ইতি। শৃণু ভোঃ শক্র ত্বং প্রথমমেকক এব বাহনাদিস্বপরিচ্ছদং পরিত্যজ্য দীনো ভূত্বা স্বাপরাধং ক্ষময়িতুং প্রভোশ্চরণাম্বুজয়োর্দণ্ডবন্নিপতেতি সুরভ্যা প্রেরণাত্তুপসঙ্গম্য। হন্ত ভো দেবেন্দ্র কিমিদং তে ময্যপারং বাৎসল্যং দৃশ্যতে যদ্বাল্যাদজ্ঞত্বাৎ তন্মখহন্তারং সাগসমপি মামনুকম্পিতুমায়াসীতি দৃগিঙ্গিতেনোক্তে সতি ব্রীড়িতঃ॥ বি॰ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বিবিক্ত ইতি**—নির্জনে (এল) হায় হায় ঘাতক ইন্দ্রের বজ্র প্রহারে আমার গোবর্ধন পৃষ্ঠ কিরূপ জর্জরিত হয়েছে, তা দেখবার ইচ্ছায় কদাচিৎ প্রাতঃকালে কৃষ্ণ একাকী যখন গোবর্ধন তটে গিয়েছেন ঠিক সেই সময়ে ইন্দ্রের আগমন হেতু নির্জন, এরূপ বুঝতে হবে—দর্শনস্থানও হরিবংশে প্রকাশিত আছে—"ইন্দ্রদেব কৃষ্ণকে গোবর্ধন শিলাতলে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখলেন।" 'শোন হে ইন্দ্র, প্রথমে তুমি একাই বাহনাদি নিজ আসবাব-পত্র পরিত্যাগ করে দীন হয়ে নিজ অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য প্রভুর চরণ কমলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে যাও'—সুরভির এইরূপ উপদেশ বাক্যে প্রেরিত হয়ে একাকী কৃষ্ণের নিকটে গেলেন ইন্দ্র। 'হায় হায় ওহে দেবরাজ! আমার প্রতি আপনার কি অপার বাৎসল্য দেখা যাচ্ছে, যেহেতু বাল-অজ্ঞতায় আপনার যজ্ঞভঙ্গকারী সাপরাধ আমার প্রতিও অনুকম্পা করার জন্য এসেছেন'—কৃষ্ণ এইরূপ চক্ষুর ইসারার সহিত বললে ইন্দ্র **ব্রীড়িতঃ**—লজ্জিত হলেন॥ বি॰ ২॥

ইন্দ্র উবাচ।

৪। বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।
মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহো ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ॥

৪। **অন্বয়ঃ** ইন্দ্র উবাচ—তব ধাম বিশুদ্ধ সত্ত্বং (চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষময়ং) শান্তং (ক্ষোভরহিতম্) তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কং (রজস্তমোবিহীনম্) অয়ং মায়াময়ঃ অগ্রহণানুবন্ধঃ (অজ্ঞানেন অনুবধ্যতে ইতি) গুণ সংপ্রবাহঃ (সংসারঃ) তে (সচ্চিদানন্দ স্বরূপস্য তব) ন বিদ্যতে (নাস্ত্যেব)।

৪। **মূলানুবাদঃ** ইন্দ্র বললেন—ভগবন্! আপনার স্বরূপ অনুগ্র, জ্ঞানস্বরূপ, বিশুদ্ধ সত্ত্বময় এবং রজো-তমোভাব বিলোপকারী। অজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই মায়াময় সংসার আপনার নেই।

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অস্য বালগোপালরূপস্য কৃষ্ণস্য নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ, দৃষ্টঃ শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণেন, শ্রুতঃ শ্রীব্রহ্মাদিমুখেনানুভাবো যেন সঃ; অমিতমনন্তং তেজো যস্য তস্যেতি। অর্ক-তুল্যকিরীট-তেজোযুক্তোঽপ্যসার্বকোট্যধিক তেজঃপুঞ্জজাজ্বল্যমান-শ্রীপদাব্জনখাগ্রাংশু-লহরীকশ্য তস্যাগ্রে দিবা খদ্যোতায়মান ইব বৃত্ত ইতি সূচয়তি। অতএব চ সদ্যো নষ্টস্ত্রিলোকেশমদঃ। অমিততেজস ইতি পঞ্চম্যন্তং বা হেতাবর্থঃ স এব॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অস্য কৃষ্ণস্য**—'অস্য' এই বালগোপালরূপ 'কৃষ্ণস্য' নরাকৃতি পরব্রহ্মের **অনুভাবঃ**—প্রভাব, **দৃষ্টঃ**—শ্রীগোবর্ধন-ধারণে যাঁর দ্বারা দৃষ্ট **শ্রুতঃ**—শ্রীব্রহ্মাদিমুখে যাঁর দ্বারা জ্ঞাত সেই ইন্দ্র। **অমিত**—অনন্ত তেজশালী কৃষ্ণের। **নষ্টস্ত্রিলোকেশমদ**—ত্রিলোকের অধি-পতিরূপ গর্ব খর্ব হয়ে গেল—সূর্য্যতুল্য কিরীট তেজযুক্ত হয়েও ইন্দ্র সূর্য কোটি-অধিক তেজঃপুঞ্জ দেদীপ্য-মান শ্রীপদকমলনখাগ্র-রশ্মি লহরী সমন্বিত কৃষ্ণের অগ্রে দিনভাগে জোনাকির মতো একেবারে তেজহীন হয়ে গেলেন। অতএব সদ্যই ত্রিলোকের অধিপতিরূপ গর্ব খর্ব হয়ে গেল। অথবা, পঞ্চম্যন্ত ধরে অর্থ **অমিত তেজসঃ**—কৃষ্ণের অমিত তেজ হেতু সেই ইন্দ্র নষ্টমদ॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** আদৌ দৃষ্টঃ স্বনেত্রাভ্যামেব পশ্চাদপরাধিত্বং স্বস্য নিশ্চিত্য পরি-ত্রাণোপায় জিজ্ঞাসয়া মেরুপৃষ্ঠং গত্বা শ্রুতো ব্রহ্মমুখাদনুভাবঃ প্রভাবো যেন সঃ॥ বি০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ দৃষ্ট শ্রুত** দৃষ্টঃ প্রথমে নিজ চোখেই দেখা, পরে নিজের অপরাধ নিশ্চয় করত পরিত্রাণ উপায় জিজ্ঞাসা হেতু মেরুপৃষ্ঠে গিয়ে শ্রুতঃ ব্রহ্মার মুখ থেকে কৃষ্ণের **অনুভাব**—প্রভাব, শ্রুত যাঁর দ্বারা সেই ইন্দ্র॥ বি০ ৩॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তত্র মহাপরাধিন্যপি স্বস্মিন্ শ্রীভগবতঃ স্বাভাবিক শ্রীমুখ-প্রসত্ত্যা কোপাভাবমবধার্য্যাশ্বস্তঃ সন্ তং স্তবনাদৌ নিজাপরাধং ক্ষমাপয়িতুং পরমেশ্বরস্য তবাস্মাসু কোপাদিকং ন ঘটতে, বয়ন্তু তন্মায়ামোহিতাঃ সংসারিণো বহুধা নিত্যাপরাধিন এবেত্যাহ—বিশুদ্ধসত্ত্বমিতি, বিশুদ্ধসত্ত্বমত্র

প্রাকৃত সত্ত্বানুস্যূত-চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষো জ্ঞেয়ঃ। যথোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫২)—'সত্ত্বাবলম্বি পরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি' ইতি। অন্যৈস্তৈঃ। তত্র বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকং স্বরূপমিত্যর্থঃ। যদ্বা, তব ধামপ্রকাশোঽয়ং বিশুদ্ধসত্ত্বং তদাখ্যং স্বপ্রকাশতারূপমিত্যর্থঃ, বিশুদ্ধপদস্য জাড্যাংশ-পরিত্যাগেঽপি হেতুত্বাৎ, সত্ত্বপদস্যাবির্ভাবার্থত্বাৎ; তচ্চ শান্তং ক্ষোভরহিতম্; কিঞ্চ, তপোময়ং জ্ঞানাতিশয়রূপম্; 'জ্ঞান-শক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণবচনাৎ। জ্ঞানপ্রচুরঞ্চ শান্তত্বে হেতুঃ, ধ্বস্তরজস্তমস্কং বিক্ষেপাবরণশূন্যম্, 'অয়মাত্মাপহতপাপ্মা' (শ্রীছা০ ৮।১।৫) ইতি শ্রুতেঃ। প্রাকৃতসত্ত্বন্তু তত্র নিষিদ্ধম্; শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥' ইতি 'হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপ-করী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥' ইতি চ। অতঃ স্বয়ং সাক্ষাদনুভূয়মানস্তে তব কারুণ্যাদিগুণানাং সংপ্রবাহঃ পরম্পরা মায়াময়ো ন বিদ্যতে ন ভবতি। কুতঃ! গ্রহণেন ত্বৎস্বীকারেণৈব, অগ্রহণেন ইন্দ্রিয়-করণকপরিচ্ছেদাভাবেনৈব বাঽনুবধ্যতে প্রাপ্যত ইতি তথা সঃ॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** এখানে মহা অপরাধী হলেও নিজের প্রতি শ্রীভগবানের স্বাভাবিক শ্রীমুখ প্রসন্নতার দ্বারা কোপাভাব নিশ্চয় করে আশ্বস্ত হয়ে ইন্দ্র সেই কৃষ্ণকে স্তব করতে গিয়ে প্রথমেই নিজ অপরাধ ক্ষমা করাবার জন্য এইরূপ বললেন—পরমেশ্বর-আপনার আমাদের প্রতি কোপাদি হয় না, আমরা কিন্তু আপনার মায়ায় মোহিত সংসারী জীব বহুপ্রকারে নিত্য অপরাধ করে চলেছি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**বিশুদ্ধ সত্ত্বং**—এই শব্দে এখানে প্রাকৃত সত্ত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিচ্ছক্তি বৃত্তি বিশেষকে বুঝাচ্ছে, শ্রীব্রহ্মসংহিতা—৫।৫২ "মায়াময় রজোতমোগুণের স্পর্শ রহিত যে সত্ত্ব, তার আশ্রয় পরম সত্ত্বই বিশুদ্ধসত্ত্ব—এই বিশুদ্ধসত্ত্ব গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" [শ্রীধর : **ধাম**—স্বরূপ, **শান্তম্**—একরূপ বিশিষ্ট, **তপোময়ং**—প্রচুর জ্ঞান অর্থাৎ সর্বজ্ঞ। কি করে? **ধ্বস্তরজস্তমস্কম্**—রজো-তমো গুণ রহিত। অতএব **গুণসম্প্রবাহো**—সংসার, **ন বিদ্যতে**—আপনার নেই। যেহেতু ইহা **অগ্রহণানুবন্ধঃ**—অজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, এইরূপ সংসার সর্বজ্ঞ আপনার নেই বা অজ্ঞান সম্বন্ধ আপনার নেই।] এই টীকার 'স্বরূপ' বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মকস্বরূপ, অথবা আপনার 'ধাম' এই প্রকাশ বিশুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব নামক স্বপ্রকাশরূপ—'বিশুদ্ধ' পদ জড় প্রকৃতি অংশও পরিত্যাগে হেতু হওয়ায় এবং সত্ত্বপদের অর্থ আবির্ভাব হওয়া হেতু এরূপ অর্থ করা হল। এবং **শান্তং**—ক্ষোভরহিত, আরও **তপোময়ং**—জ্ঞান প্রাচুর্যরূপ, "নিরতিশয় জ্ঞান-শক্তি-বল-ঐশ্বর্য-বীর্য-তেজ সম্পন্ন বস্তুই হল ভগবৎশব্দ বাচ্য এতে হেয়গুণ কিছু নেই"—শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বচন। জ্ঞানের প্রাচুর্য শান্তত্বে হেতু; রজো-তমোগুণ সম্পর্কশূন্যতা বিক্ষেপ-আবরণ শূন্যতার হেতু—'এই আত্মা পাপশূন্য' (শ্রীছা০ ৮।১।৫) শ্রুতি, এই বিশুদ্ধ সত্ত্বের মধ্যে প্রাকৃত সত্ত্বের অস্তিত্ব নেই। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"শ্রীভগবানে সত্ত্ব-রজো-তমা এই সব প্রাকৃতগুণের কোন সম্বন্ধ নেই। তিনি সর্ববিধ শুদ্ধ বস্তু হতেও পরমশুদ্ধ। এই আদি পুরুষ ভগবান্ আমার উপর প্রসন্ন হউন।"—আরও, "হে ভগবন্! আপনি চিৎজড় সকলেরই আশ্রয় হলেও হ্লাদিনী-সন্ধিনী এবং সম্বিৎ এই চিৎশক্তিত্রয়ই কেবল

৫। কুতো নু তদ্ধেতব ঈশ ত্বৎকৃতা লোভাদয়ো যেঽবুধলিঙ্গভাবাঃ।
তথাপি দণ্ডং ভগবান্ বিভর্ত্তি ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ খলনিগ্রহায়॥

৫। **অন্বয়ঃ** [হে] ঈশ! তৎকৃতাঃ (দেহসম্বন্ধ কৃতাঃ) তদ্ধেতবঃ অবুধলিঙ্গভাবাঃ (অজ্ঞানিনাং চিহ্নং উৎপাদয়ন্তি) যে লোভাদয়ঃ কুতঃ ন (কথং ত্বয়ি তেষাং সম্ভবঃ) তথাপি ভগবান্ ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ খলনিগ্রহায় দণ্ডং বিভর্ত্তি (ধারয়তি)।

৫। **মূলানুবাদঃ** হে মহামায়ার নিয়ন্তা প্রভো। ভক্তদত্ত ভোজনের আস্বাদাত্মক লোভাদি আপনিই কৃপায় প্রকাশ করে থাকেন। ইহা মায়া কৃত নয়, তথাপি ধর্মরক্ষা ও দুষ্টদমনের জন্য আপনি দণ্ড ধারণ করে থাকেন।

আপনাতে সংস্থিত। কিন্তু প্রাকৃত সাত্ত্বিকী তাপকরী তামসী ও এদের মিশ্রন রাজসীর সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ নেই।" অতএব ইন্দ্রের দ্বারা স্বয়ং সাক্ষাৎ অনুভূয়মান আপনার কারুণ্যাদি গুণসমূহের **সম্প্রবাহো**—পরম্পরা, মায়াময় **ন বিদ্যতে**—হতে পারে না। কেন? **অগ্রহণানুবন্ধঃ গুণসম্প্রবাহঃ**—'গ্রহণে' আপনার দ্বারা স্বীকারেই বা 'অগ্রহণে' ইন্দ্রিয়করণকসীমা অভাবেই এসে যায় এই গুণ প্রবাহ॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** গর্ব্বাদেব ত্বন্মখং বিখণ্ড্য লোভাদেব ত্বৎসম্প্রদানীয়ং নৈবৈদ্যং ভোক্তুং গোবর্দ্ধনমখং মিষমেবাকরবমহমিতি মহত্বং ত্বং জানাস্যেবেতি স্বস্মিন্ বক্রোক্তিমাশঙ্ক্য ভো নাথ, ত্বন্মায়ামোহিতোঽপ্যহং ত্বৎকৃপালেশেনাধুনা হৃতত্বমেতন্মাত্রং ত্বহং জানামীত্যাহ—শুদ্ধমিতি দ্বাভ্যাং। তব ধামস্বরূপং শান্তমনুগ্রং তপোময়ং জ্ঞানস্বরূপং তর্হি কিং সত্ত্বগুণোত্থং? ন, বিশুদ্ধসত্ত্বং অপ্রাকৃতং চিদানন্দময়মিত্যর্থঃ। অতোরজস্তমসোস্ত্বয়ি সম্ভাবনৈব নাস্তি প্রত্যুতান্যগতয়োরপি তয়োস্তত্তোধ্বংস এবেত্যাহ ধ্বস্তং রজস্তমশ্চ যস্মাৎ যৎস্মরণাদি কর্ত্তুরপি রজস্তমসী নশ্যত ইত্যর্থঃ। অতোঽস্মিন্ জগত্যস্মদাদিষু যো গুণানাং সম্যক্ প্রবাহঃ সংসাররূপঃ মায়াময়ঃ অয়ং তে তব নৈব বিদ্যতে। নন্বু, জীববন্মাস্তু কিন্তু মায়ামধিনীকৃত্য কদাচিৎ কৌতুকবশাদস্তু নাত্র কোঽপি দোষস্তত্রাহ অগ্রহণানুবন্ধঃ ন বিদ্যতে গ্রহণস্যানুবন্ধ আকাঙ্ক্ষাপি যত্র সঃ॥ বি০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** গর্ব হেতুই আপনার যজ্ঞ ভঙ্গ করে লোভবশেই আপনাকে সম্প্রদানীয় নৈবেদ্য ভোগ করার জন্য গোবর্ধন যজ্ঞ-ছল করেছি আমি, আমার এরূপ মত্ততা আপনি জানেন, কৃষ্ণের এরূপ বক্রোক্তি আশঙ্কা করে ইন্দ্র বলছেন—হে নাথ! আপনার মায়ামোহিত হলেও আমি আপনার কৃপালেশে এখন এইটুকু মাত্র তত্ত্ব কিন্তু জেনেছি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বিশুদ্ধম্ ইতি দুইটি শ্লোকে। **তব ধাম**—আপনার স্বরূপ। **শান্তম্**—শান্ত, উগ্র নয়। **তপোময়ং**—জ্ঞানস্বরূপ। তা হলে কি সত্ত্বগুণোত্থ? না, **বিশুদ্ধ সত্ত্বং**—অপ্রাকৃত চিদানন্দময়। অতএব আপনাতে রজো-তমের সম্ভাবনা-তো নেই-ই, প্রত্যুত অন্যজনের ভিতরে গেলেও ধ্বংস হয়ে যায় আপনার প্রভাবে অর্থাৎ **ধ্বস্তরজস্তমস্কম্**—আপনার ধাম অর্থাৎ স্বরূপের স্মরণাদিকারী জনেরও রজো-তমোভাব নষ্ট হয়ে যায়। অতএব **গুণসম্প্রবাহঃ**

—এই জগতে আমাদের ভিতরে গুণগণের যে সম্যক্ প্রবাহ সংসাররূপ মায়াময়তা, ইহা **তে ন বিদ্যতে**—আপনার নেই। জীববৎ সংসার নাই থাকুক, কিন্তু মায়াকে অধীনে রেখে কদাচিৎ কৌতুকবশে সংসার স্বীকার তো হতেই পারে, এতে আর দোষ কি? এরই উত্তরে **অগ্রহণানুবন্ধতে**—গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাও নেই যার ভিতরে সেই 'তে' আপনার (সংসার নেই)॥ বি॰ ৪॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** অতঃ কৈমুতিকন্যায়েনাহ—কুতো ন্বিতি। যদি তে গুণা মায়াময়া ন ভবন্তি, তর্হি তদ্ধেতবো মায়াহেতুকা দোষাঃ কুত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুরীশ হে মহামায়ানিয়ন্তঃ! নন্বন্নকূটভোজন-তন্মদাসহনাদিনা ময়ি তে ভবদ্ভিরবগতা এব, কথমধুনা ভয়েনাপলপ্যন্তে? তত্রাহ—ত্বৎকৃতাঃ লোভাদয়ো যেঽবুধলিঙ্গভাবা ইতি। যে বুধলিঙ্গভাবা ভক্তভক্তিমাহাত্ম্যগমকা ভক্তদত্তভোজনসমাস্বাদাদ্যাত্মকা লোভাদয়স্তে তু ত্বৎকৃতাঃ; কুত ইতি ন মায়াকৃতাঃ, কিন্তু কৃপামাত্রকৃতা ইত্যর্থঃ; 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্' (শ্রীগী॰ ৯।২৬) ইত্যাদেঃ; নন্বু ভবতু তাদৃশো লোভঃ, ভক্তসুখকরত্বাদন্যেষামদুঃখকরত্বাচ্চ; ক্রোধস্তু স্ববিষয়দুঃখকর এব, দণ্ডাত্মকত্বাৎ। কথং তর্হি তত্র চ ন কৃপা? তত্রাহ—অথাপীতি। ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ যঃ খলনিগ্রহস্তস্মাৎ ইতি খলানামপি ধার্ম্মিকত্বাপত্ত্যা সুখমেব স্যাদিতি। সোঽপি কৃপামাত্রকৃত এবেতি ভাবঃ। তথাপীতি পাঠঃ ক্বচিৎ। ভগবান্ বিভর্ত্তীত্যপরোক্ষেঽপি পরোক্ষবদুক্তির্ভয়গৌরবাদিনা। ঈশমন্যুলোভাদয় ইতি পাঠঃ। চিৎসুখাদীনাং পাঠে মন্যুলোভাদীনাঞ্চ কুতো ন্বিত্যনেনৈবান্বয়াৎ॥ জী॰ ৫॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর কৈমুতিক ন্যায়ে বলা হচ্ছে—কুত নু ইতি। যদি আপনার গুণ মায়াময় না হয়, তা হলে, **তৎ হেতব**—'তৎ' মায়া হেতুক **কুতঃ নু**—দোষ কোথায়? দোষ না থাকার হেতু আপনি মায়ার নিয়ন্তা, তাই সম্বোধন **হে ঈশ**—মহামায়ার নিয়ন্তা! পূর্বপক্ষ, কৃষ্ণ যেন বলছেন, হে ইন্দ্রদেব অন্নকূট ভোজন, আপনার গর্ব অসহন প্রভৃতি দ্বারা আমার মধ্যে মায়াময় গুণের বিদ্যমানতা বুঝাই যায়, আপনি ইহা জানেনও, তবে কেন অধুনা ভয়ে তা গোপন করছেন? এরই উত্তরে **ত্বৎকৃতা যেঽবুধলিঙ্গভাবাকৃত**—[যেন+বুধলিঙ্গভাবাকৃত] ভক্তিভক্তমাহাত্ম্য প্রচারকারী ভক্তদত্তভোজনের পরিপূর্ণ আস্বাদাত্মক লোভাদি সকল **ত্বৎকৃতা**—আপনার কৃত, **কুত ন ইতি**—মায়াকৃত নয়; কিন্তু কৃপা-মাত্রে কৃত, এরূপ অর্থ। "যে আমাকে ভক্তিসহকারে পত্র পুষ্প ফল জল প্রদান করে, আমি সেই বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির প্রদত্ত এইসব বস্তু গ্রহণ করে থাকি।"—(গী॰ ৯।২৬)। আচ্ছা, তাদৃশ লোভ হোক না আপনার কৃপা কৃত—ভক্তসুখকর হওয়া হেতু ও অন্যদের দুঃখকর হওয়া হেতু; আপনার ক্রোধ কিন্তু, যার উপর ক্রোধ তার সম্বন্ধে দুঃখকরই—দণ্ডাত্মক হওয়া হেতু, তা হলে সেখানেও কেন-না কৃপা? এরই উত্তরে **তথাপি ইতি**—তথাপি **ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ ইত্যাদি**—ধর্ম রক্ষার জন্য যে খল নিগ্রহ তা কৃপাই—কারণ এই নিগ্রহ হেতু খলদেরও ধার্মিকত্ব লাভ হয়ে যায়, আর সেই হেতু সুখও লাভ হয়, এরূপ ভাব। তথাপি পাঠও কোথাও কোথাও। **ভগবান্ বিভর্তি**—ভগবান্ দণ্ড ধারণ করেন, কৃষ্ণ সম্মুখেই সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকতেও যেন অসাক্ষাতে দূরে রয়েছেন এই ভাবে 'ভগবান্' বলে উক্তি করা হল এখানে, তা ভয় গৌরবাদি হেতু। 'ঈশমন্যুলোভাদয়' ইতি চিৎসুখের পাঠ—এই পাঠে 'মন্যুলোভাদির' অন্বয় হবে 'কুত নু'র সঙ্গে॥

৬। পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।
হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্॥

৬। অন্বয়ঃ জগতাং পিতা গুরুঃ অধীশঃ (নিয়ন্তা) দুরত্যয়ঃ (দুর্ব্বারঃ) কালঃ (কালরূপঃ) উপাত্তদণ্ডঃ (দণ্ডপ্রদানেনৈব তচ্ছোধকঃ) ত্বং জগদীশমানিনাং (ঈশ্বরাভিমানমানিনাং) মানং (গর্ব্বং) বিধুন্বন্ (নাশয়ন্) হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে (চেষ্টসে)।

৬। মূলানুবাদঃ আপনি জগতের পিতা, গুরু এবং নিয়ন্তা—দুঃখত্রাণে, সুখদানে সমর্থ। দুর্বার কাল যেমন দণ্ডপ্রদানে খলের শোধন করে থাকেন সেইরূপ আপনি জগতের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হয়ে জগতের দুষ্ট সংহার, জগদীশমানী দেবতাদের গর্বনাশ এবং শিষ্ট পালনরূপ বিবিধ লীলা করে থাকেন।

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অতঃ কৈমুতিকন্যায়েনাহ,—কুত ইতি। নু ভো ঈশ যদি তব গুণপ্রবাহে জিঘৃক্ষাপি নাস্তি তর্হি কুতস্তস্য গুণপ্রবাহস্য হেতবোগুণাঃ স্যুঃ। তৎকৃতা গুণপ্রবাহকার্য্যভূতা লোভাদয়শ্চ যেঽবুধস্য লিঙ্গং চিহ্নং ভাবয়ন্ত্যুৎপাদয়ন্তীতি তে। নন্থ, তর্হি কথং ত্বন্মখভঙ্গমকরবং তত্রাহ,—অথাপীতি। লোভকোপাদ্যভাবেঽপি ॥ বি০ ৫ ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অতঃপর কৈমুতিক ন্যায়ে বলা হচ্ছে—কুত ইতি **নু ঈশ**—হে ঈশ্বর! যদি আপনার এই মায়াময় গুণপ্রবাহের গ্রহণেচ্ছাও না থাকে তবে কি করে আপনার মধ্যে **তৎকৃতা ইত্যাদি**—গুণপ্রবাহ কার্যভূত লোভাদি এবং যা অজ্ঞানের চিহ্ন জন্মায়, তা থাকতে পারে? আচ্ছা তা হলে কি করে আপনার যজ্ঞভঙ্গ করলাম, এরই উত্তরে, অথাপি ইতি। তথাপি লোভ-কোপাদি অভাবেও ধর্মরক্ষাদির জন্য দণ্ড ধারণ করে থাকেন ॥ বি০ ৫ ॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অতো মম হিতমেবাকরোদিত্যাহ—পিতা চ গুরুশ্চ ইত্যাদিরন্বয়ঃ। সম্যগীহসে বিচিত্রলীলাং তনুষে। অন্যত্তৈঃ। তত্র মানধূননমিত্যতিশয়বিবক্ষয়ৈবভেদনির্দ্দেশঃ ॥ জী০ ৬ ॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অতএব দণ্ডদান করে আমার মঙ্গলই করেছেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—পিতা চ গুরুশ্চ এইরূপে তৃতীয় লাইনের 'চ'কারের সহিত অন্বয়। **সমীহসে**—বিচিত্র লীলা বিস্তার করেন।

[শ্রীধর—আচ্ছা আপনার দণ্ড বিধানে গোপপুত্র আমার কি শক্তি, কারণই বা কি? কি দণ্ডই বা আমি দিয়েছি, এরই উত্তরে—পিতা ইতি। আপনি জগতের **পিতা**—জনক, **গুরু**—গুরুরূপে উপদেষ্টা। **অধীশঃ**—নিয়ন্তা, দণ্ড বিধানে এই হেতুত্রয় বলা হল। **কাল**—কাল বলে আপনি সমর্থও বটে। অতএব গৃহীত-শাসনভার আপনি **হিতায়**—কল্যাণের জন্য **স্বেচ্ছাতনুভিঃ**—লীলা-অবতারের দ্বারা বিচিত্র

৭। যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিনস্ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদম্।
হিত্বার্য্যমার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া ঈহা খলানামপি তেঽনুশাসনম্॥

৭। **অন্বয়ঃ** মদ্বিধাজ্ঞাঃ জগদীশমানিনঃ (ঈশ্বরাভিমানিনঃ) যে কালে (ভয়কালে) অভয়ং ত্বাং বীক্ষ্য তন্মদং হিত্বা অপস্ময়াঃ (নষ্ট গর্ব্বা সন্তঃ) আর্যমার্গং (তদ্ভক্তানাং মার্গং) প্রভজন্তি তে ঈহা অপি খলনাম্ অনুশাসনং (দণ্ডঃ)।

৭। **মূলানুবাদঃ** আমার মত অতি অজ্ঞ জগদীশমানিরা ভয়কালেও আপনাকে অভয় দেখে তৎক্ষণাৎ তাদের সেই অভিমান ত্যাগ করত নষ্টগর্ব হয়ে আপনার ভক্তদের পথ অনুসরণ করে থাকে। আপনার লীলামাত্রই খলগণের পক্ষে দণ্ডস্বরূপ।

লীলা প্রকট করেন। আপনার সেই **সমীহা**—লীলাই জগতের ঈশ্বরাভিমানি আমাদের গর্ব দূরিভূত করে দেয়।] এই যে 'গর্ব দূর করা'—এই দূরের আতিশয্য অর্থাৎ চিরতরে দূরকরা বলার ইচ্ছায় 'ধূনন' পদের সহিত 'বি' উপসর্গ যোগ করা হয়েছে॥ জী০ ৬॥

৬। **বিশ্বনাথ টীকাঃ** ধর্ম্মগোপন খলনিগ্রহাভ্যাং পূর্ণস্য পরমেশ্বরস্য মম কিং ফলমিতি চেৎ, জগতাং মঙ্গলমেবেত্যাহ,—পিতেতি। তব সাহজিককারুণ্যাৎ জগতাং মধ্যে যে ধার্ম্মিকাস্তেষু ত্বং পিতা যথা পুত্রস্য দেহদ্বয়ে বৎসলঃ গুরুর্যথা শিষ্যস্য জীবাত্মনি বৎসলঃ। অধীশস্তত্তদ্দুঃখত্রাণসুখপ্রদানসমর্থঃ। যে তু খলাস্তেষু ত্বং দুরত্যয়ো দুর্ব্বারঃ কালঃ স ইব উপাত্তদণ্ডঃ দণ্ডপ্রদানেনৈব তচ্ছোধক ইত্যর্থঃ। অত উভয়েষাং হিতায়ৈব ইচ্ছাতনুভিঃ স্বেচ্ছাময়াবতারৈঃ সমীহসে চেষ্টসে তব সমীহা লীলৈব পূতনাবধাদিকা দুষ্টসংহারিকা শিষ্টপালিকা চেত্যর্থঃ। যে ত্বধিকৃতভক্তা ব্রহ্মাদ্যাস্তদ্দত্ত যৎ কিঞ্চিদৈশ্বর্য্যেণৈব মত্তা ভবন্তি তেষামপি মদনিরসিনী ত্বল্লীলৈবেত্যাহ মানমিতি॥ বি০ ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** ধর্মরক্ষা-খল নিগ্রহের দ্বারা পূর্ণপরমেশ্বর আপনার কি প্রয়োজন? এইরূপ যদি বলা হয়, তার উত্তরে—প্রয়োজন জগতের মঙ্গল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—পিতা ইতি। আপনার সাহজিক কারুণ্য হেতু জগতের মধ্যে যাঁরা ধার্মিক তাঁদের প্রতি আপনি বৎসল, পিতা যেমন দেহদ্বয়ে বৎসল ও গুরু যেমন শিষ্যের জীবাত্মার প্রতি বৎসল। **অধীশ**—অধীশ্বর, সেই সেই দুঃখ ত্রাণ ও সুখপ্রদানে সমর্থ। কিন্তু যারা খল তাদের প্রতি আপনি **দুরত্যয়**—দুর্বার **কাল**—কাল যেমন **উপাত্তদণ্ড**—দণ্ড প্রদানে খলের শোধক সেইরূপ আপনি, এরূপ অর্থ। অতএব **হিতায়**—এদের উভয়ের প্রতিই হিতের জন্য **ইচ্ছাতনুভিঃ**—স্বেচ্ছাময় অবতারের দ্বারা **সমীহসে**—লীলা করেন। আপনার 'সমীহা' লীলাই হল, পূতনা-বধাদি দুষ্ট সংহারিকা ও শিষ্ট পালিকা, এরূপ অর্থ। কিন্তু আপনার ব্রহ্মাদি যে সব আধিকারিক ভক্ত তাঁরা আপনারই দেওয়া যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্যে মত্ত হয়ে যায়, তাঁদেরও গর্ব-নিরসনী আপনার লীলাই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—মানং ইতি॥ বি০ ৬॥

৮। স ত্বং মমৈশ্বর্য্যমদপ্লুতস্য কৃতাগসস্তেঽবিদুষঃ প্রভাবম্।
ক্ষন্তুং প্রভোঽথার্হসি মূঢ়চেতসো মৈবং পুনর্ভূন্মতিরীশ মেঽসতী॥

৮। অন্বয়ঃ [হে] প্রভো! সঃ ত্বং তে (তব) প্রভাবম্ অবিদুষঃ (অজানতঃ) ঐশ্বর্য্যমদপ্লুতস্য (ঐশ্বর্য্যমদব্যাপ্তস্য) কৃতাগসঃ (অপরাধিনঃ) মূঢ়চেতসঃ মম [অপরাধং] ক্ষন্তুং অর্হসি [হে] ঈশ! অথ পুনঃ মে এবম্ অসতী মতিঃ মাভূৎ (মা ভবতু)।

৮। মূলানুবাদঃ হে ক্ষমাসমর্থ! অতঃপর জগৎ হিতকারী আপনিই বিচার হীন, প্রভাব জ্ঞানহীন, ঐশ্বর্য গর্বে আপ্লুত অপরাধী আমার অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন। হে ঈশ্বর এরূপ অসতী মতি আমার যেন পুনরায় আর না হয়।

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ মানভঞ্জনপূর্ব্বকং হিতপ্রবর্তনপ্রকারমেবাহ—য ইতি। হিতমাহ—আর্য্যেতি। যদ্যপি ভক্তানন্দনার্থমেব, তথাপি তবেহা লীলা মদ্বিধানাং খলানামপি অনুশাসনং শিক্ষাকারণং ভবতীত্যর্থঃ॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ গর্বখণ্ডন পূর্বক যে মঙ্গল প্রবর্তন, সেই প্রবর্তনের রীতিই বলা হচ্ছে—যে ইতি। সেই মঙ্গল কি, তাই বলা হচ্ছে, **আর্যেতি**—নষ্টগর্ব হয়ে ভক্তভাব অবলম্বন রূপ মঙ্গল। যদিও তার লীলা ভক্তদের আনন্দের জন্যই হয়ে থাকে, তথাপি আপনার এই সব **ঈহা**—লীলা, মদ্বিধ খলদের **অনুশাসনং**—শিক্ষা-কারণও হয়ে যায়॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তেষু জগদীশ মানিষ্বপি মধ্যেঽহমত্যধম ইত্যাহ। মদ্বিধাশ্চ তে অজ্ঞাশ্চেতি তেন অজ্ঞানাদপ্যুপমানত্বাদহমত্যজ্ঞ ইতি ভাবঃ। কালে ভয়কালেঽপি যথা অধুনৈবাতিবৃষ্টৌ অভয়ং ভয়মগণয়ন্তং বীক্ষ্য। যদ্বা, ন জানে প্রভুরয়ং মাং কীদৃশং দণ্ডয়িষ্যতীতি স্বস্য ভয়ং ভয়হেতুং বীক্ষ্য তন্মদং জগদীশ্বরত্বমদং ত্যক্ত্বা আর্য্যাণাং ত্বদ্ভক্তানাং মার্গং ভজন্তি গতস্ময়া নষ্টগর্ব্বা অতস্তবেয়ং গোবর্দ্ধন-ধারণলীলৈব খলানামস্মাকমনুশাসনং দণ্ডঃ॥ বি০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সেই জগদীশমানিদের মধ্যেও আমি অতি অধম, এই আশয়ে ইন্দ্র বলছেন—যে মদ্বিধ। **মদ্বিধ অজ্ঞা**—জগদীশমানিগণ আমার মত ও অজ্ঞ, সুতরাং আমি অজ্ঞের মধ্যেও অতি অজ্ঞ—তুলনায় উপমান স্থানীয় হওয়া হেতু—[চাঁদের মত সুন্দর মুখ—মুখের উপমান চাঁদ—এখানে সৌন্দর্যে চাঁদেরই যেমন আতিশয্য—তেমনি এখানে অজ্ঞত্বে ইন্দ্রেরই আতিশয্য]। **কালে**—ভয় কালেও, যথা এই এখনই প্রলঙ্কর ঝড়জলে **অভয়ং**—ভয়-বোধহীন—এরূপ দেখে। অথবা, জানি না, এই প্রভু আমার প্রতি কিদৃশ দণ্ড বিধান করবেন, এইরূপে নিজের ভয়-কারণরূপে দেখে সেই জগদীশ্বর অভিমান **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করত **আর্যমার্গং**—নিজভক্তদের পথ **প্রভজন্তি**—অনুসরণ করে **অপস্ময়া**—নষ্টগর্ব হয়ে। সুতরাং আপনার এই গোবর্ধন-ধারণ লীলাই খল আমাদের **অনুশাসনং**—দণ্ড॥ বি০ ৭॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ প্রভো হে মদাদিসর্ব্বদেবেশ্বর, হে ক্ষমাসমর্থেতি বা। অথাস্মাদুক্তাদ্ধেতোঃ। স জগদ্ধিতকারী কৃতাগসোঽপি মম ক্ষন্তুমর্হসি যোগ্যোঽসি। কৃতাগস্ত্বে হেতুঃ—তব প্রভাবং মাহাত্ম্যমবিদুষঃ অজানতঃ; তৎ কুতঃ? মূঢ়চেতসঃ বিচাররহিতস্যেত্যর্থঃ। তদপি কুতঃ? ঐশ্বর্য্যমদব্যাপ্তস্য; যদ্বা, তব প্রভাবং বিদুষোঽপি কৃতাগস ইত্যধিকমাগোঽভিপ্রেতং, তথাপি ক্ষন্তুমর্হসি; কুতঃ? মূঢ়চেতসঃ বিস্মৃতপ্রভাবস্য, অজ্ঞত্বেনাগ্রাহ্যাপরাধত্বাদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, সকল-জগদ্ধিতার্থাবতীর্ণস্য পরমদয়ালোরুদারশিরোমণেস্তব মদীয়ৈতৎসকৃদপরাধক্ষমাপণং কিয়ন্নাম, কিন্তু তথা কুরু, যথা পুনস্ত্বয়ি ত্বদীয়েষু চ কোঽপ্যপরাধো ন স্যাদিত্যাহ—মৈবমিতি। এতাদৃশী ত্বয়ি তাবকেষু চ মহাগসাং জননী, অতএবাসতী মূঢ়চেতস ইত্যস্যাত্রৈবান্বয়ঃ। যৎকিঞ্চিৎজ্ঞানরহিতস্যাপি সতো মে, ন ত্বৈশ্বর্য্যে সতি কথং নাম ন ভবেৎ? তত্রাহ—হে ঈশ তত্রাপি ত্বয়া তথা কর্ত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। এতচ্চ নাতিশুদ্ধেন চেতসা প্রার্থিতমিতি জ্ঞেয়ম্, 'ত্বাং বীক্ষ্য কালে ভয়ম্' ইত্যুক্তেরক্ষমতয়ৈব তদনুগতেঃ। অতএব পুনঃ পারিজাতহরণাদাবপি বিস্মরিষ্যতে॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ প্রভো—হে আমার আদি সর্বদেবেশ্বর, বা হে ক্ষমাসমর্থ। **অথ**—আমি উপরুক্ত শ্লোকাবলীতে যা বলেছি সেই হেতু অতঃপর। **স ত্বং**—সেই আপনি অর্থাৎ জগৎ-হিতকারী আপনি—**কৃতাগসঃ**—অপরাধী হলেও, আমার অপরাধ ক্ষমা করতে আপনি সমর্থ। কেন? অপরাধ করার হেতু—**তে প্রভাবং অবিদুষঃ**—আপনার প্রভাব অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতা এল কি করে? **মূঢ়চেতসঃ**—বিচারহীন বলে এল। এই বা এল কি করে? ঐশ্বর্যগর্বমত্ততা হেতু এল। অথবা, **বিদুষঃ প্রভাব**—আপনার প্রভাব জানা সত্বেও অপরাধ—এইরূপে অপরাধের আধিক্য বুঝানো হল, তথাপি আপনি ক্ষমা করতে পারেন। কেন? **মূঢ়চেতসঃ**—অজ্ঞানকৃত অপরাধ ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। আরও, সকল জগতের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ পরমদয়ালশিরোমণি আপনার আমার এই একবারের অপরাধ ক্ষমা তো অতি অকিঞ্চিৎকর—কিন্তু সেইরূপ করুন, যাতে পুনরায় আপনাতে ও আপনার জনে কোনও অপরাধ আর কোন দিন না ঘটে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **মৈবং ইতি**—এতাদৃশী আপনাতে ও আপনার জনে যা মহা অপরাধ জন্মায় সেই মতি, অতএব ইহা **অসতী**—ব্যভিচারিণী। হে প্রভু! মূঢ়চিত্ত আমার যেন এরূপ অসতী মতি পুনরায় না হয়, এরূপ অর্থ। ঐশ্বর্য না-থাকা অবস্থাতে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানাভাব হলেও আমার মতিকে 'সতী' বলা গেলেও—অপরাধ কেন-না হবে আমার? তাই ইন্দ্র প্রার্থনা করছেন—হে ঈশ! এরূপ হলেও আপনিই সেইরূপ করতে সমর্থ, যাতে আর অপরাধ না আসে, এরূপ অর্থ। ইন্দ্রের এ প্রার্থনাও অতি শুদ্ধ চিত্তে করা হয় নি, এরূপ বুঝতে হবে। এত ঝঞ্ঝার ভিতরেও কৃষ্ণকে নির্ভয় দেখে—নিজের অক্ষমতার অনুভবেই এই আনুগত্য দেখান। অতএব পরে পারিজাত হরণাদিতে এই আনুগত্য ভুল হয়ে গেল॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নন্থ, গোবর্দ্ধনধারণেন ব্রজস্য রক্ষামেবাকরবং নতু তব দণ্ডম্। তব দণ্ডস্তু সাম্প্রতং বৈবস্বতমাহূয় সমীচীনতয়ৈব কারয়িষ্যামীত্যাশঙ্ক্য মহাভয়বিহ্বল আহ,—সপ্রসিদ্ধঃ পিতা চ

৯। তবাবতারোঽয়মধোক্ষজেহ ভুবোভরাণামুরুভারজন্মনাম্।
চমূপতীনামভবায় দেব ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাম্॥

৯। অন্বয়ঃ [হে] দেব! অধোক্ষজ ইহ (জগতি) উরুভারজন্মনাং (বহুভারজনকানাং) ভুবঃ ভরাণাং (ভাররূপাণাং) চমূপতীনাম্ (দৈত্যসৈন্যাধীপানাং) অভবায় (নাশায়) যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাং ভবায় (মঙ্গলায়) তব অয়ং অবতারঃ।

৯। মূলানুবাদঃ হে অধোক্ষজ হে দেব! যারা নিজেই পৃথিবীর ভারস্বরূপ উপরন্তু বহু ভারের সৃজনকারী, সেই দৈত্যসেনাপতিদের সংহারের জন্য ও আপনার চরণসেবী ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য আপনার এই অবতার পৃথিবীতে। অতএব কৃপাবারিধি আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

গুরুশ্চাতঃ কৃপালুত্বাৎ ক্ষমাসিন্ধুত্বাচ্চ ঐশ্বর্য্যমদসিন্ধৌ প্লুতস্য নিমগ্নস্য অতএব তব প্রভাবং অবিদুষোঽজানতঃ মমাপরাধং ক্ষন্তুমর্হসি। যতো মূঢ়চেতসঃ পশুস্বভাবস্য পশুর্হি স্বামিনাদত্তদণ্ডপ্রহারোঽপি ক্ষণান্তরে তমেবাপরাধং করোত্যতোঽহং দণ্ডপ্রদানেন ন শোধনমর্হামি। কিন্তু কৃপয়া তথা মাং শোধয় যথা মে মূঢ়চেতস্ত্বং নশ্যতীত্যাহ,—মৈবমিতি। এতচ্চ নাতিশুদ্ধেন চেতসা প্রার্থিতমিতি জ্ঞেয়ম। ত্বাং বীক্ষ্য কালে অভয়মিত্যুক্তেরক্ষমতয়ৈব তদনুগতেঃ। অতঃ পুনঃ পারিজাতহরণাদাবপি বিস্মরিষ্যত ইতি বৈষ্ণবতোষণী॥ বি০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ গোবর্ধন ধারণ করে ব্রজের রক্ষাই করেছি, তোমার দণ্ড নয়। তোমার দণ্ড তো এখন যমদেবকে ডেকে সমীচীনরূপেই করাবো, কৃষ্ণের এরূপ কথা আশঙ্কা করে ইন্দ্র মহাভয়ে বিহ্বল হয়ে বললেন—সত্ত্বং। আপনি সুপ্রসিদ্ধ পিতা ও গুরু, অতএব কৃপালু ও ক্ষমাসিন্ধু হওয়া হেতু ঐশ্বর্য সিন্ধুতে **প্লুতস্য**—নিমগ্ন, অতএব আপনার প্রভাব সম্বন্ধে **অবিদুষঃ**—অজ্ঞ, আমার অপরাধ ক্ষমা করতে আপনি পারেন। যেহেতু **মূঢ়চেতসঃ**—পশুস্বভাব, আমার শোধন দণ্ডপ্রদানের দ্বারা করবেন না, আমার পক্ষে উহা যুক্তিযুক্ত হবে না, কারণ পশু তার পালকের দেওয়া দণ্ড লগুড়াঘাত পাওয়ার ক্ষণান্তরেই পুনরায় সেই অপরাধ করে থাকে। কিন্তু কৃপা করে সেইভাবে শোধন করুন, যাতে আমার পশুস্বভাবটাই বিনষ্ট হয়ে যায়, এই আশয়ে বলা—মৈবং ইতি। এই-যে প্রার্থনা, ইহাও ইন্দ্র অতি শুদ্ধ চিত্তে করেন নি, এরূপ বুঝতে হবে—কারণ নিজের রক্ষার জন্যই এই আনুগত্য দেখানো, ইহা বুঝা যায় ৭ শ্লোকে ইন্দ্রের নিজেরই এই উক্তি থেকে, যথা—"আপনাকে নির্ভয় দেখেই নষ্ট গর্ব ইত্যাদি।" অতএব অতঃপর পারিজাত হরণাদিতে দেখা যায়, এই আনুগত্য ভুল হয়ে গিয়েছে ইন্দ্রের॥ বি০ ৮॥

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অধোক্ষজ হে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাগোচর ইতি পরমাদৃশ্য তোক্তা, তথাপীহ পৃথ্বীতলে তবাবতারঃ প্রাকট্যং ভবায় মঙ্গলায়। দেব হে পূজ্য, ইতি স্বস্য সেবকতাং সাধয়তি। যুষ্মদিতি—বহুত্বেন তদীয়ান্ শ্রীব্রজজনাদীনপি সংগৃহ্নাতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, স্বস্য তৎপ্রভাববিদ্বত্তামেবাভিব্যঞ্জয়ন্ মূঢ়চেতস্ত্বমেব দর্শয়ন্ সানুতাপমাহ—তবেতি। অস্মাকং প্রার্থনয়াস্মাকমেব হিতার্থং ত্বমবতীর্ণোঽসীত্যস্মাভির্জ্ঞায়ত এব, তথাপ্যেতাদৃশোঽপরাধঃ কৃতঃ; অহো বত 'মূঢ়চেতস্ত্বম্', অতঃ ক্ষন্তুমর্হস্যেবেতি ভাবঃ॥

১০। নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥

১০। অন্বয়ঃ তুভ্যং মহাত্মনে (সমষ্ট্যন্তর্য্যামিণে) পুরুষায় ভগবতে নমঃ। সাত্বতাং পতয়ে বাসুদেবায় কৃষ্ণায় নমঃ।

১০। মূলানুবাদঃ (কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত অংশগণকে প্রণাম করে অতঃপর কৃষ্ণকে প্রণাম) মহা-বৈকুণ্ঠ নাথ নারায়ণকে প্রণাম। মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ীকে প্রণাম। সমষ্টি-অন্তর্যামীকে প্রণাম। বাসুদেবকে প্রণাম। যাদবশ্রেষ্ঠকে প্রণাম। কৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম।

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অধোক্ষজ**—হে ইন্দ্রিয়-অগোচর, এই পদে পরম অদৃশ্যতা বলা হল—তথাপি **ইহ**—এই পৃথিবীতে আপনার অবতার প্রকাশ **ভবায়**—(আপনার আশ্রিত জনদের) মঙ্গলের **জন্য। দেব**—হে পূজ্য, এই সম্বোধনে নিজে যে সেবক, তাই প্রকাশ করলেন। **যুষ্মচ্চরণানুবর্তিনাম্**—আপনার চরণে শরণাগত জনদের—'যুষ্মৎ' শব্দের বহুবচনে 'যুষ্মাকং' 'আপনাদের' —এখানে এইরূপে সমুচ্চয়ে বলা হয়েছে, সুতরাং অর্থ আসছে—তদীয় শ্রীব্রজবাসিজনদেরও শরণাগত জনদেরও (মঙ্গলের জন্য)। [শ্রীস্বামিচরণের টীকার পরিপ্রেক্ষিতে] অথবা, নিজের কৃষ্ণপ্রভাবজ্ঞানও প্রকাশ করে ও নিজের মূঢ়তাও কৃষ্ণকে দেখিয়ে অনুতাপের সহিত বলছেন—তব ইতি। আমাদের প্রার্থনায় আমাদেরই মঙ্গলের জন্য আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন, এ কথা আমরা জানি—তথাপি এতাদৃশ অপরাধ করলাম; অহো হায় হায় বিস্মৃতপ্রভাব এইজনের মূঢ়তা। অতএব কৃপাবারিধি আপনিই ক্ষমা করে দেওয়ার যোগ্য বটে॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অহো মে মূঢ়চেতস্ত্বং যদস্মাকং প্রার্থনয়াইস্মাকমেব হিতার্থায় ত্বমবতীর্ণোইসীতি পশ্যন্নপ্যন্ধোইহমভবম্। সম্প্রতি লব্ধদণ্ডঃ প্রাপ্তচক্ষুরেবং,—তত্ত্বং তে জানামীত্যাহ তবেতি। স্বয়মেব ভরাণাং ভাররূপাণাং পুনশ্চ উরুভারজন্মনাং বহূনাং ভারাণাং জন্ম যেভ্যস্তেষাং চমূপতীনাং অভবায় নাশায় যুষ্মচ্চরণসেবিনান্তু ভবায় মঙ্গলায়। অহন্তু উভয়েষাং মধ্যে ন কোইপীতি মম নাভবো নাপি ভব ইতি ময্যুদাসীন এব ত্বং বর্ত্তসে ইতি ধিঙ্মামিতি ভাবঃ॥ বি০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অহো আমার অজ্ঞানতা, যেহেতু আমাদেরই প্রার্থনায় আমাদেরই মঙ্গলের জন্য আপনি অবতীর্ণ—ইহা দেখেও অন্ধ হলাম আমি। সম্প্রতি দণ্ড লাভ করে সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করত এইরূপ তত্ত্ব জানাচ্ছি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তব ইতি। **ভারাণাম্**—নিজেই ভারস্বরূপ, পুনরায় **উরুভারজন্মণাম্**—বহু ভারজনের সৃজন যার থেকে সেই সেনাপতির **অভবায়**—নাশ করার জন্য, আর আপনার চরণসেবিদের **ভবায়**—মঙ্গলের জন্য (আপনার অবতার)। আমি এই উভয়ের মধ্যে কেউ নই, তাই আমার না-নাশ, না-মঙ্গল—এইরূপে আমার প্রতি উদাসীনরূপে আপনি বিরাজিত—ধিক্ আমাকে, এরূপ ভাব॥ বি০ ৯॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ভগবতে সাক্ষাৎ-পরমেশ্বরায়, তত্রাপি কৃষ্ণায় অশেষৈশ্বর্য্য-প্রকটনেন সর্ব্বচিত্তাকর্ষকায় তুভ্যং নমঃ। এবং বহিরৈশ্বর্য্যমুক্ত্বান্তরমপ্যাহ—পুরুষায়েতি। লীলয়া তু সাত্বতাং পতয়ে। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, সর্ব্বাবতারেষ্বপ্যেবমেবং ত্বং যদ্যপি করোষি, তথাপ্যত্র সর্ব্বতো মহা-বিশেষ ইত্যাহ—নম ইতি। তুভ্যং কৃষ্ণায় সর্বচিত্তাকর্ষকায় নমঃ। কৃষ্ণত্বমেব সূচয়তি—ভগবতে সর্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণায় ; কুতঃ ? পুরুষায় নিজাশেষপুরুষার্থব্যঞ্জকায়েত্যর্থঃ, অতএব মহাত্মনেঽপরিচ্ছিন্নমাহাত্ম্যায়েত্যর্থঃ। কৃষ্ণত্বমেব স্পষ্টয়তি – বসুদেবসুতায়েতি ; অতঃ সাত্বতাং যাদবানাং সর্ব্বেষাং পরিপালকায় ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ভগবতে—সাক্ষাৎ পরমেশ্বরকে (প্রণাম), তত্রাপি **কৃষ্ণায়**—অশেষ ঐশ্বর্য প্রকটনের দ্বারা সর্বচিত্ত-আকর্ষক আপনাকে **নমঃ**—প্রণাম। এইরূপে বাইরের ঐশ্বর্য বলবার পর ভিতরের ঐশ্বর্যও বলা হচ্ছে **পুরুষায়**—সর্বান্তর্যামী। **স্বাত্বতাং পতয়ে**—যাদব শ্রেষ্ঠকে প্রণাম। [শ্রীধর—ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রণাম করছেন, নমঃ ইতি। ভগবান্ কৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম। **পুরুষায়**—সর্বান্তর্যামী আপনাকে প্রণাম। **মহাত্মনে**—অন্তঃস্থ হয়েও অসীম আপনাকে। কেন প্রণাম ? এরই উত্তরে, **বাসুদেবায়**—সর্ব নিবাস। **সাত্বতাং**—যাদব শ্রেষ্ঠকে প্রণাম।] সর্বাবতারেই আপনি এইরূপ যদিও করেন, তথাপি এখানে সর্বতো ভাবেই মহাবিশেষ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নম ইতি। **তুভ্যং কৃষ্ণায়**—সর্বচিত্তাকর্ষক আপনাকে প্রণাম। তাঁর কৃষ্ণত্ব প্রকাশ করা হচ্ছে, **ভগবতে**—সর্বৈশ্বর্য পরিপূর্ণ (আপনাকে)। এরূপ বলা হল কেন ? **পুরুষায়**—নিজ অশেষ পুরুষার্থ প্রকাশক (আপনাকে), অতএব **মহাত্মনে**—অসীম মাহাত্ম্য (আপনাকে)। কৃষ্ণত্ব স্পষ্ট করা হচ্ছে **বাসুদেবায়**—বসুদেবসুত (আপনাকে প্রণাম)। অতএব **সাত্বতাং পতয়ে**—সর্ব যাদবদের পরিপালক (আপনাকে প্রণাম) ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তস্মাৎ যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিত্বং মমাপ্যস্ত্বিতি প্রণমন্নাশাস্তে নমস্তুভ্যমিতি দ্বাভ্যাম্। "পবাবরেশো মহদংশযুক্ত" ইত্যুদ্ধবোক্তেঃ সর্ব্বাংশসাহিত্যেনৈবাবতীর্ণস্য প্রথমমংশান্ প্রণমিতি ভগবতে মহাবৈকুণ্ঠনাথায় পুরুষায় মহৎস্রষ্ট্রে মহাত্মনে সমষ্ট্যন্তর্যামিণে। অংশান্ প্রণম্য সাক্ষাত্তমংশিনং প্রণমতি বাসুদেবায়েতি পিতৃনামোল্লেখেন, কৃষ্ণায়েতি তন্নামোল্লেখেন, সাত্বতাং পতয়ে ইতি পার্ষদ-নামোল্লেখেন ॥ বি০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সেই হেতু আপনার চরণ-শরণাগতি আমারও হোক, এইরূপে প্রণাম অভিলাষে বলা হচ্ছে—নমস্তুভ্যং ইতি দুইটি শ্লোকে। "চিদচিদীশ্বর পরতত্ত্ব-সীমা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজকলা মহৎস্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ীর অংশে ভিন্ন ভিন্ন অবতাররূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন।"—শ্রীউদ্ধ-বের এইরূপ উক্তি থাকা হেতু নারায়ণ-রাম-মৎস-কুর্মাদি সর্ব অংশকে নিজের ভিতরে নিয়ে অবতীর্ণ কৃষ্ণের অংশকে প্রণাম করছেন প্রথমে **ভগবতে**—মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণকে প্রণাম। **পুরুষায়**—মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ীকে প্রণাম। **মহাত্মনে**—সমষ্টি অন্তর্যামিকে প্রণাম। অংশগণকে প্রণাম করবার পর

১১। স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥

১১। অন্বয়ঃ স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় (ভক্তানাম্ ইচ্ছয়া স্বীকৃতদেহায়) বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে সর্ব্বস্মৈ (সর্ব্বভূতাত্মনে তদন্তর্য্যামিনে) সর্ব্ববীজায় (সর্ব্বেষাং কারণ ভূতায়) সর্ব্বভূতাত্মনে (সর্ব্বেষাং ভূতানাং আত্মস্বরূপায়) নমঃ।

১১। মূলানুবাদঃ স্বতন্ত্র ভক্তেচ্ছায় শরীরধারী, মায়াতীত জ্ঞানমূর্তি, জগৎরূপী, সর্বকারণ-কারণ, সর্বভূতান্তর্যামী আপনাকে প্রণাম।

অংশীকে প্রণাম করছেন, **বাসুদেবায়**—বাসুদেবকে প্রণাম, এইরূপে পিতৃনাম উল্লেখ করে, **কৃষ্ণায়**—তাঁর নাম উল্লেখ করে সাত্বতাং পতয়ে পার্ষদগণের নাম উল্লেখ করে প্রণাম॥ বি০ ১০॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অতস্তমেব সর্ব্বমিত্যাহ—স্বচ্ছন্দেতি। স্বৈর্ভক্তৈঃ কর্ত্তৃভিঃ ছন্দেনেচ্ছয়া করণরূপয়া উপ সমীপে আত্তা আকৃষ্টা দেহাঃ শ্রীমৎস্য-কূর্ম্মাদয়োঽপি বিগ্রহা যেন তস্মৈ। তেষাং দেহানাং স্বরূপজ্ঞানার্থং পুনরাহ—বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে, বিশুদ্ধা মায়াতীতাঃ স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞানরূপাশ্চ মূর্ত্তয়ো দেহা যস্যেতি তস্মাৎ ইতি। অন্যত্তৈঃ। তত্র সর্ব্বস্মৈ জগদ্রূপায় সর্বস্য বীজায় কারণায় মহাপুরুষ-রূপায় সর্বভূতাত্মনে তদন্তর্যামিণে ইতি; যদ্বা, স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা উপাত্তা অন্তর্যামিত্বেন স্বীকৃতা দেহাঃ সমষ্টিব্যষ্টিরূপা যেন, স্বয়ন্তু বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে ইতি তু পূর্ববৎ॥ জী০ ১১॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অতএব আপনিই সব কিছু, এই আশয়ে—স্বচ্ছন্দ ইতি। **স্বচ্ছন্দ**—ভক্তের স্বতন্ত্র সঙ্কীর্তনাদিরূপা ইচ্ছায় তাঁর সমীপে যিনি শ্রীমৎসকূর্মাদি দেহও গ্রহণ করেন, সেই তাঁকে প্রণাম। সেই দেহের স্বরূপ-জ্ঞানের জন্য পুনরায় বলছেন **বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে**—স্বপ্রকাশ হেতু 'বিশুদ্ধ' মায়াতীত এবং 'জ্ঞান' জ্ঞানরূপা 'মূর্তয়ে' দেহসমূহ যাঁর সেই তাঁকে প্রণাম। [শ্রীধর—তা হলে আমি কি করে যাদব? এরই উত্তরে—না, **স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায়**—নিজ ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে যিনি মৎস-কূর্মাদি বহু বহু দেহ স্বীকার করে থাকেন, সেই আপনাকে প্রণাম। আপনার এই দেহ বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। কি করে এ কথা বলা যায়? **সর্বস্মৈ**—সকলের 'বীজ' কারণ, অতএব সর্বভূতের অন্তর্যামী (আপনাকে প্রণাম)]। এখানে **সর্বস্মৈ**—জগৎরূপ আপনাকে। **সর্ববীজায়**—সকলের 'বীজ' অর্থাৎ কারণ মহাপুরুষরূপ আপনাকে। **সর্বভূতাত্মনে**—সর্বভূতের অন্তর্যামী আপনাকে প্রণাম॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অনেকবিধপ্রেমবিষয়ত্বাৎ স্বৈর্ভক্তৈশ্ছন্দেন প্রতিস্বেচ্ছয়া দাস্যেন সখ্যেন বাৎসল্যেন রমণেন চ সুখপ্রদানার্থং উপাত্তো গৃহীতো দেহো যস্যেতি তস্মৈ। দেহস্যাপ্রাকৃতত্বাৎ বিশুদ্ধং মায়াতীতং জ্ঞানমেব মূর্ত্তির্যস্য তস্মৈ। মায়াদিশক্তিমত্ত্বাৎ সর্ব্বস্মৈ। অতএব সর্ব্বস্য বীজায় কারণায়। অতএব সর্ব্বভূতাত্মনে॥ বি০ ১১॥

শ্রীশুক উবাচ।

১৪। এবং সঙ্কীর্ত্তিতঃ কৃষ্ণো মঘোনা ভগবানমুম্।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥

১৪। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুকঃ উবাচ – মঘোনা (ইন্দ্রেন) এবং সঙ্কীর্তিতঃ (স্তুতঃ) ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রহসন্ মেঘগম্ভীরয়া বাচা অমুং (ইন্দ্রং) ইদং অব্রবীৎ।

১৪। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—ইন্দ্র এরূপ স্তব করলে শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করতে করতে জলদগম্ভীর স্বরে এরূপ বলতে লাগলেন।

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তদপি তিরস্কৃতেনাপি ভিষজা কৃপালুনা চিকিৎসিতো রোগীব ত্বয়াহং অনুগৃহীতঃ অতএব সম্প্রতি ধ্বস্তস্তম্ভরোগঃ। যতো হতা উত্তমা বজ্রনিক্ষেপাদয়ো যস্য সঃ। অতো নিয়ন্তৃ-ত্বাদীশ্বরং হিতকারিত্বাদগুরুং প্রেমাস্পদত্বাদত্মানম্ ॥ বি০ ১৩ ॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** ব্রজের উপর মহা উৎপাৎ সৃষ্টি করলেও আমি তিরস্কৃত বৈদ্যের চিৎকিৎসিত রুগীর মতো আপনার দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছি। অতএব সম্প্রতি রোগমুক্ত আমি, যেহেতু বজ্র-নিক্ষেপাদি উত্তম দূরীভূত। অতএব আপনি নিয়ন্তা হওয়া হেতু ঈশ্বর, মঙ্গলকারী হওয়া হেতু গুরু এবং প্রেমাস্পদ হওয়া হেতু আত্মা ॥ বি০ ১৩ ॥

১৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** সঙ্কীর্তিতঃ স্তুতো ভগবানিতি পরমপ্রভুত্বং বোধয়ন্, অপরাধিন্যপি তাদৃশে ক্ষুদ্রেঽনভিনিবেশং বোধয়তি, অতএব মেঘেতি মেঘগর্জ্জিতং লক্ষয়তি। অনেন তস্য মহাসত্ত্বতাং প্রহসন্নিতি মহাশয়তাঞ্চ ব্যনক্তি। অমুমিত্যেকবচননির্দ্দিষ্টাদঃ শব্দেন লৌকিকরীত্যা মঘোনস্তু ক্ষুদ্রতামিতি ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—**সঙ্কীর্তিত**—স্তুত। **ভগবান্**—তিনি যে পরম প্রভু, সেই বোধ জন্মিয়ে স্তুতি করলেন—অপরাধী হলেও তাদৃশ ক্ষুদ্রে অভিনিবেশ শূন্যতা বুঝালেন, অতএব **মেঘ ইতি**—এই পদে মেঘের গর্জনকে লক্ষ্য করা হয়েছে অর্থাৎ মেঘের গর্জনের মত গম্ভীর স্বরে—এর দ্বারা কৃষ্ণ যে মহাবলশালী এবং **প্রহসন্**—তিনি যে মহাশয় ব্যক্তি, তাই প্রকাশ করা হল। **অমুম্**—ঐ ইন্দ্রকে, লৌকিক রীতিতে যেমন ক্ষুদ্র ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হয় 'ঐ বেটা' সেইরূপ এখানে এক বচনে নির্দিষ্ট 'অদস্' শব্দে ইন্দ্রের ক্ষুদ্রত্ব বোঝানো হল ॥ জী০ ১৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

১৫। ময়া তেঽকারি মঘবন্ মখভঙ্গোঽনুগৃহ্ণতা।
মদনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তস্যেন্দ্রশ্রিয়া ভৃশম্॥
১৬। মামৈশ্বর্য্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্॥

১৫। অন্বয়ঃ শ্রীভগবানুবাচ—[হে] মঘবন্ (ইন্দ্র) ইন্দ্র শ্রিয়া (স্বর্গাধিপত্যেন) ভৃশম্ মত্তস্য তে (তব) নিত্যং মদনুস্মৃতয়ে (মদ্‌বিষয়কম্ স্মরণং উৎপাদয়িতুম্) অনুগৃহ্ণতা ময়া তে (তব) মখভঙ্গঃ (যজ্ঞ-ভঙ্গঃ) অকারি।

১৬। অন্বয়ঃ ঐশ্বর্য্য শ্রীমদান্ধঃ (ঐশ্বর্য্যগর্ব্বেন বিবেকশূন্যঃ) দণ্ডপাণিং মাং (দণ্ডধরং মাং) ন পশ্যতি [অহং] যস্য অনুগ্রহং ইচ্ছামি তং সম্পদ্ভ্যঃ ভ্রংশয়ামি।

১৫। মূলানুবাদঃ শ্রীভগবান্ বললেন—হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গরাজ্য লাভ করে ঐশ্বর্যগর্বে মত্ত হয়েছিলে, কাজেই বার বার আমার স্মৃতি উদয় করাবার জন্যই তোমার প্রতি অনুগ্রহ বশতঃই তোমার যজ্ঞ-ভঙ্গ করেছি।

১৬। মূলানুবাদঃ আমার এই নয়নাভিরাম রাখাল বেশের মধ্যেই যে শাসনদণ্ডপাণিরূপ প্রকাশিত রয়েছে, তা ধন সম্পদের গর্বে অন্ধজন বুঝে উঠতে পারে না। তাই যাকে আমি অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করি তাকে সম্পদ থেকে ভ্রষ্ট করে থাকি।

১৫-১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ময়েদমিত্যাদি-তদ্বাক্যানুরূপং প্রভুত্বোচিতমেবাহ—অনুগৃহ্ণতৈব, ন তু ক্রুধ্যতেত্যর্থঃ। তত্র ক্রোধবিষয়ত্বেঽপি তদ্বিধস্যাযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ। নিত্যং মম অনুবারং বারং যা স্মৃতিস্তদর্থম্, অন্যথা বিপথগামী স্যা ইতি। হি যতঃ, ঐশ্বর্য্যেণ প্রভুত্বেন শ্রিয়া ধনাদিসম্পদা চ মদস্তেনান্ধঃ গতাশেষজ্ঞানঃ সন্নিত্যর্থঃ। দণ্ডপাণিং মদীয়োপাসকান্ প্রতি গোপবেশোচিতসুভগযষ্টিপাণি-ত্বেন ভাসমানতয়ৈব তদ্বিধান্ প্রতি তু ব্যঞ্জিতদণ্ডপাণিত্বমপি ন পশ্যতি নাবগচ্ছতীতি গোপলীলায়াং নিজ-প্রভুত্ববিশেষমুক্ত্বা তদন্তরঙ্গপরিকরেষু শ্রীগোপরাজাদিষ্বপি ভক্তিরনুশিষ্টা; যতো ন পশ্যতি, অতএব চ যস্যাগ্রহমিচ্ছামি যমনুগ্রহীতুমিচ্ছামীত্যর্থঃ,তং সম্পদ্ভ্যো ভ্রংশয়ামি তস্যৈশ্বর্য্যহেতুক-ধনাদিসম্পত্তীর্হরামীত্যর্থঃ। ভবতস্তু তত্রাসহিষ্ণুতাং দৃষ্ট্বা বা ন তাদৃশমপ্যকরবম্, কিন্তু যৎকিঞ্চিন্মখভঙ্গমেবেতি ভাবঃ॥ জী০ ১৫-১৬॥

১৫-১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ 'আমি নিজেই এরূপ গর্হিত আচার করেছি' ১২ শ্লোকে ইন্দ্রের এই স্বীকার উক্তির অনুরূপ উক্তিই করলেন কৃষ্ণ প্রভুর যোগ্য ভাবে। অনুগৃহ্ণতা ইতি—অনুগ্রহপর হয়েই তোমার যজ্ঞভঙ্গ করেছিলাম, ক্রুদ্ধ হয়ে নয়—ক্রোধের বিষয় হলেও তোমাদের মতো জন-দের প্রতি ক্রোধ অযোগ্য হওয়া হেতু, এরূপ ভাব। **নিত্য অনুস্মৃতয়ে**—'নিত্য' বার বার আমার স্মৃতি উদয় করাবার জন্য, অন্যথা বিপথগামী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো॥

১৭। গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেঽনুশাসনম্।
স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্বঃ স্তম্ভবর্জ্জিতৈঃ॥

১৭। অন্বয়ঃ [হে] শক্র (ইন্দ্র) গম্যতাং বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (মঙ্গলমস্তু) মে (মম) অনুশাসনং ক্রিয়তাম্ স্তম্ভবর্জিতৈঃ (গর্ব্বহীনৈঃ) স্বাধিকারেষু যুক্তৈঃ বঃ (যুষ্মাভিঃ) স্থীয়তাম্।

১৭। মূলানুবাদঃ হে ইন্দ্র! তোমাদের মঙ্গল হোক্। এখন স্বস্থানে গমন কর। আমার আদেশ পালন পূর্বক গর্বরহিত হয়ে নিজ নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাক।

যেহেতু **ঐশ্বর্যশ্রীমদান্ধো**—'ঐশ্বর্যেন' প্রভুত্বের দ্বারা এবং 'শ্রিয়া' ধনাদি সম্পদের দ্বারা যে গর্বের উদয়, তার দ্বারা 'অন্ধঃ' সম্পূর্ণ জ্ঞান রহিত হয়ে। **দণ্ডপাণিং**—আমার উপাসকগণের প্রতি গোপ-বেশোচিত নয়নাভিরাম যষ্টিপানি-শোভমানরূপে দৃষ্ট হওয়া অবস্থাতেই আপনাদের মতো জনদের প্রতি যে শাসন দণ্ডপাণি রূপ প্রকাশিত থাকে,তা তারা কিন্তু **ন পশ্যতি**—বুঝতে পারে না। এখানে অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীগোপরাজাদির চরণেও ভক্তি উপদিষ্ট হল। যেহেতু তারা বুঝতে পারে না সেই হেতু, **যস্য চ ইচ্ছামি অনুগ্রহম্**—যাকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করি তাকে সম্পদ থেকে ভ্রষ্ট করে থাকি, অর্থাৎ তার প্রভুত্বের কারণ ধনাদি সম্পত্তি হরণ করে থাকি। তোমার সেখানে অসহিষ্ণুতা দেখে তাদৃশও অর্থাৎ ধনাদি সম্পত্তি কেড়েও নেইনি, কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ মখভঙ্গ করেছি মাত্র, এরূপ ভাব॥ জী° ১৫-১৬॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ইন্দ্রেণ নিষ্কপটমুক্তে ভগবানপি তথৈবাহ ময়া তে ইতি॥ বি° ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ইন্দ্রের নিষ্কপট উক্তি হেতু ভগবানও নিষ্কপট ভাবেই বললেন —ময়া তে ইতি॥ বি° ১৫॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ ননু তর্হি মমাপি তাদৃশমেবানুগ্রহং কুরু, ময়াত্রৈব স্থীয়-তাম্, তত্রাহ—গম্যতামিতি। বো যুষ্মাকং যদ্ভদ্রং ক্ষেমং, তদস্তিত্যভয়দানং, বস্তুতস্তু ন মদেকান্তভক্তানাং তদ্ভদ্রমিত্যুক্তিপরিপাট্যা তদক্ষেমমেবাভিপ্রেতম্। অজিগমিষন্তং প্রত্যাহ—ক্রিয়তামিতি, গত্বা চ মদাজ্ঞা পরিপাল্যতামিত্যর্থঃ। অনধিকারিণস্তেঽত্রাবস্থিত্যপরাধ এব ভাবীতি গমনমেব যুক্তমিতি ভাবঃ। যদ্বা, ননু ভগবন্! তত্র গতস্যাপ্যৈশ্বর্য্যস্বভাবেনাবশ্যমপরাধো ভবিতৈব, তত্রাহ—ক্রিয়তামিতি, মদনুশাসনং মচ্ছিক্ষিত-মিত্যর্থঃ। তদেবাহ—স্থীয়তামিতি; স্বস্যৈব, ন তু পরস্যাধিকারেষু, কিং পুনর্মদন্তরঙ্গপরিকর শ্রীব্রজ-বাস্যাদিম্বিত্যর্থঃ; তত্রাপি যুক্তৈরপ্রমত্তৈর্ভক্তিযোগবদ্ভির্বা, তত্রাপি নির্ম্মদৈশ্চ সদ্ভির্বো যুষ্মাভিঃ স্থীয়তাম্। ইত্থং বরপ্রদান রূপোঽনুগ্রহো ন কৃতঃ, কিন্তু কেবলমসমর্থে নৈব যুক্তিপূর্ব্বকশিক্ষারূপ এব কৃতঃ, সম্যক্ প্রসাদাপ্রবৃত্তেঃ। অতএব তদনুশাসনাপালনেন পশ্চাদপরাধান্তরপি জাতং, তচ্চ পারিজাতহরণাদৌ ব্যক্তং ভাবি॥ জী° ১৭॥

১৭। শ্রীজীব বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ ইন্দ্র যেন প্রার্থনা করছেন, তা হলে আমাকেও তাদৃশ অনুগ্রহই করুন, যাতে আমি এখানেই আপনার শ্রীচরণতলে থাকতে পারি, এরই উত্তরে গম্যতাম্

১৮। অথাহ সুরভিঃ কৃষ্ণমভিবন্দ্য মনস্বিনী।
স্বসন্তানৈরুপামন্ত্র্য গোপরূপিণমীশ্বরম্॥

১৮। অন্বয়ঃ অথ মনস্বিনী সুরভিঃ স্বসন্তানৈঃ (ব্রজস্থৈর্গোভিঃ সহ) গোপরূপিণম্ ঈশ্বরং কৃষ্ণং উপমন্ত্র্য (সম্বোধ্য) আহ।

১৮। মূলানুবাদঃ অনন্তর ধীর চিত্তা সুরভি স্বীয় সন্তানগণের সহিত গোপরূপী পরমেশ্বরকে সম্বোধন করত স্তুতি পূর্বক নিবেদন করলেন।

ইতি। স্বস্থানে গমন কর **বো**—তোমাদের পক্ষে যা **ভদ্রং**—মঙ্গল তাই হোক, এইরূপে অভয়দান করলেন। বস্তুতস্তু আমার একান্ত ভক্তদের পক্ষে ইহা মঙ্গলজনক নয়, তাই এই উক্তি পরিপাটি হেতু ইহা দ্বারা (সাধারণ অন্যমতের লোককে সহজে বিদায় করা হয় 'ভদ্রং' বলে) অমঙ্গলই অভিপ্রেত। **ক্রিয়তাম্**—গমনে অনিচ্ছুক দেখে তার প্রতি পুনরায় বলা হচ্ছে—'ক্রিয়তাম্' স্বস্থানে গমন কর এবং সেখানে গিয়ে **মে অনুশাসনম্**—আমার আজ্ঞা পরিপালন কর (ইন্দ্রের উপর শ্রীভগবৎ আজ্ঞা—স্বর্গরাজ্য পালন করা, অনুকূল বৃষ্টি দানে পৃথিবীকে শস্য শ্যামলা করে জীব কুলের সুখশান্তি বিধান করা)। অনধিকারী তোমার পক্ষে এখানে থাকটা অপরাধই হবে, সুতরাং গমনই সমীচীন, এরূপ ভাব। অথবা, আচ্ছা, ভগবন্! স্বর্গ-রাজ্যে চলে গেলেও ঐশ্বর্য-স্বভাব দোষে পুনরায় আমার অপরাধ ঘটে যাবে না-কি? এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় কৃষ্ণ বললেন, **ক্রিয়তাম্ মদনুশাসনম্**—অর্থাৎ আমার শিক্ষা মতো কাজ করে যাও। সেই শিক্ষাটা কি, তাই বলা হচ্ছে **স্থীয়তাম্ স্বাধিকারেষু**—নিজেরই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাক, পরের অধিকারে নাক গলাতে যেও না, আমার অন্তরঙ্গ ব্রজবাসিদের অধিকারের কথা আর বলবার কি আছে, এরূপ অর্থ। **তত্রাপি যুক্তৈঃ**—অপ্রমত্ত হয়ে বা ভক্তিযোগ আশ্রয় করে, **স্তম্ভবর্জিতৈঃ**—তত্রাপি গর্বশূন্য হয়ে এবং সাধুবৃত্তি অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠিত থাক নিজ অধিকারে। এইরূপে বরপ্রদানরূপ অনুগ্রহ করলেন না; কিন্তু কেবল অনুগ্রহ করতে অসমর্থ হেতু যুক্তিপূর্বক শিক্ষারূপ অনুগ্রহই করলেন, সম্যক্ অনুগ্রহ করতে প্রবৃত্তি না হওয়া হেতু। অতএব কৃষ্ণের অনুশাসন পালন না করা হেতু পরে অন্য অপরাধও জাত হল—তা পারিজাতাদি অপহরণাদিতে ব্যক্ত হবে॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ব ইতি বরুণাদ্যভিপ্রায়েণ। যুক্তৈরপ্রমত্তৈঃ স্তম্ভবর্জিতৈর্নিরহঙ্কারৈঃ স্থীয়তামন্যথা পুনরপি দণ্ডং প্রাপ্স্যেতীতি ভাবঃ। অত্র পুনস্তে স্তম্ভো ন ভবিষ্যতীতি ভগবতা নোক্তমতএব পারিজাতহরণেন পুন স্তম্ভোঽস্য ভবিষ্যতীতি তাদৃশ লীলাসিদ্ধ্যর্থমিতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বঃ—তোমরা, একা ইন্দ্রের সম্মুখে কথা বলতে গিয়ে বহুবচনে 'তোমরা' বলার উদ্দেশ্য হল, পরের ২৮ অধ্যায়ের বরুণাদিকেও এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত করা। **যুক্তৈঃ**—অপ্রমত্ত হয়ে, **স্তম্ভবর্জিতৈঃ**—নিরহঙ্কার হয়ে নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাক, নতুবা পুনরায়ও দণ্ড পাবে।

এখানে ভগবানের দ্বারা উক্ত হল না যে পুনরায় তোমাদের আর অহঙ্কার হবে না ; অতএব পারিজাত-হরণে ইন্দ্রের অহঙ্কার হবে—তাদৃশ লীলা সিদ্ধির প্রয়োজনে ॥ বি॰ ১৭ ॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ অথানন্তরমিত্যস্যাভিপ্রায়স্তু বিবিক্ত ইত্যত্র পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতঃ। স্বসন্তানৈঃ চন্দ্রবংশে শ্রীকৃষ্ণবৎ স্বস্য বংশে প্রাদুর্ভূ তৈর্নিত্যতদীয়-গোধনরূপৈস্তৈরুপলক্ষিতাভিতো বন্দিত্বা আহ, স্তুতিপূর্বকং নিবেদিতবতী। অভিনন্দ্যেতি পাঠে স এবার্থঃ। ন কেবলমভিনন্দ্যাহ, কিন্তুপামন্ত্র্য বক্ষ্যমাণসম্বোধনৈঃ আত্মন্যবধানং প্রার্থ্য চাহ। স্বাভীষ্টনিবেদনহেতুঃ—গোপরূপিণমীশ্বরমিতি। অভিনন্দনে হেতুঃ—ঈশ্বরমিতি। নন্বিন্দ্রমানীয় প্রথমং স্বয়ং কথং তৎসাহার্য্যার্থমপি ন কিঞ্চিন্নিবেদিতবতী ? তত্রাহ—মনস্বিনী ধীরচিত্তা, ততো ভগবতঃ সর্বজ্ঞত্ব-সর্বহিতকারিত্বে ইন্দ্রস্য চোত্তানচিত্তত্বে স্বয়মেব ন বিবিদিষতাং স্বস্য চ নিবেদনীয়ং বিশেষং বিচার্য্য প্রথমন্তু নোক্তবতীত্যর্থঃ ॥ জী॰ ১৮ ॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অথ—অনন্তর, এই পদের অভিপ্রায়, সুরভি ইন্দ্রের মতই নির্জনে বন্দনাদি করলেন—এ বিষয়ে ব্যাখ্যা পূর্বের মতোই। **স্বসন্তানৈঃ**—সুরভির সন্তান গোগণে পরিবেষ্টিত কৃষ্ণকে বন্দনা করলেন, চন্দ্রবংশে শ্রীকৃষ্ণের যেমন আবির্ভাব তেমনি সুরভির নিজের বংশে আবির্ভূত নিত্য তদীয় গোধনরূপে চিহ্নিত—এঁদের সহিত কৃষ্ণকে **অভিবন্দ্য**—সর্বতোভাবে বন্দনা করে বললেন—স্তুতি পূর্বক নিবেদন করলেন। 'অভিনন্দ্য' পাঠে একই অর্থ। কেবল যে বন্দনা করেই বললেন, তাই নয়। কিন্তু **উপামন্ত্র্য**—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করে নিজের দিকে মনোযোগ প্রার্থনা করে বললেন। স্বাভীষ্ট নিবেদনের হেতু—গোপরূপী ঈশ্বর। অভিনন্দনে হেতু—ঈশ্বর। আচ্ছা, ইন্দ্রকে নিয়ে এসে প্রথমেই নিজে কেন-না তার সাহার্যার্থেও ওকালতি করে কিঞ্চিৎ বললেন। এরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করে বললেন **মনস্বিনী**—ধীর চিত্তা, সুতরাং ভগবান্ সর্বজ্ঞ সর্বহিতকারী হওয়া হেতু, আর ইন্দ্রও গর্বিত মনা হওয়া হেতু নিজে কিছু বলতে ইচ্ছা করলেন না, আর উপরন্তু নিজের যা নিবেদনীয়, তা বিশেষ কথা, এরূপ বিচার করে প্রথমেই নিজে কিছু বললেন না ॥ জী॰ ১৮ ॥

১৮। বিশ্বনাথ টীকা ঃ স্বসন্তানৈর্ব্রজস্থৈর্গোভিঃ সহেতি প্রকৃত্যা অপি তস্যা অপ্রাকৃতাসু তাসু কৃষ্ণপরিকরভূতাসু স্বসন্তানাভিমানস্তাসাং সুরভিবংশোদ্ভূতত্বাৎ। যথা চন্দ্রবংশোদ্ভূতে কৃষ্ণে প্রাকৃতস্যাপি চন্দ্রস্য স্বসন্তানাভিমানঃ। উপামন্ত্র্য সম্বোধ্য ॥ বি॰ ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ স্বসন্তানৈঃ—ব্রজস্থ গোদের সহিত, স্বর্গের সুরভির সন্তানরা প্রাকৃত হলেও অপ্রাকৃত সেই ব্রজস্থ কৃষ্ণ পরিকরভূতাদের বিষয়ে তাঁর নিজ সন্তান-অভিমান তাঁদের বৈকুণ্ঠস্থ সুরভির বংশোদ্ভূতত্ব হেতু। যেরূপ না-কি অপ্রাকৃত চন্দ্রবংশোদ্ভূত কৃষ্ণে প্রাকৃত হলেও আমাদের এই প্রাকৃত চন্দ্রের স্বসন্তান অভিমান। **উপমন্ত্র্য**—সম্বোধন করে ॥ বি॰ ১৮ ॥

সুরভিরুবাচ।

১৯। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত॥

১৯। অন্বয়ঃ সুরভিঃ উবাচ—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ [হে] মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব অচ্যুত লোকনাথেন ভবতা বয়ং সনাথাঃ (রক্ষিতাঃ)।

১৯। মূলানুবাদঃ সুরভি বললেন—হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগি! হে নিখিল বিশ্বের মূলরূপ! হে বিশ্বম্ভর! হে অচ্যুত! জগৎপতি আপনার দ্বারা নিত্যকালই আমরা দাসত্বে স্বীকৃত।

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অথ গোপরূপত্বেনেশ্বরত্বেন চ সম্বোধ্য তদুভয়থা প্রকাশমানেন ত্বয়া স্বেষামসাধারণেন নাথেন সর্বতোঽপি বয়ং পূর্ণা ইতি ব্যঞ্জয়তি। তত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি গোপরূপত্বব্যঞ্জকম্, অত্রৈব বীপ্সা চ নিজরুচ্যতিশয়েন। ঈশ্বরত্বেন সম্বোধয়তি—হে মহাযোগিন্ সর্বোত্তমাণিমাদিযোগৈশ্বর্য্যনিত্যপ্রকাশ, বিশ্বেষামপ্রাকৃত-প্রাকৃত-যৎকিঞ্চিৎপদার্থানাং মূলরূপ, তত এব হে বিশ্বম্ভর তৎকারণরূপ! বিশ্বভাবনেতি পাঠে তথৈবার্থঃ। তথৈব স্বকৃতকৃত্যতাসুখং নিবেদয়তি—লোকনাথেনাপি ভবতা বয়মেব সনাথা ইত্যর্থঃ, পুনরুক্ত্যা বৈশিষ্ট্যাপত্তেঃ, লোকৈর্নাথ্যমানমাত্রেণেতি বা। অত্রাচ্যুতেতি সম্বোধ্য তথৈব নিত্যত্বং চ দর্শয়তি॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অতঃপর গোপরূপে ও ঈশ্বররূপে সম্বোধন করে সুরভি প্রকাশ করছেন—সেই উভয়ভাবে প্রকাশমান নিজেদের অসাধারণ নাথ আপনার দ্বারা সর্বতোভাবেই আমরা পূর্ণ। সেখানে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই সম্বোধন গোপরূপ প্রকাশক—এখানে দুবার সম্বোধন ঐ রূপে নিজের অতিশয় রুচি হেতু। ঈশ্বররূপে সম্বোধন করছেন, **হে মহাযোগিন্**—সর্বোত্তম অনিমাদি যোগৈশ্বর্যের নিত্য প্রকাশক। **বিশ্বাত্মন্**—নিখিল বিশ্বের প্রাকৃত-অপ্রাকৃত যৎকিঞ্চিৎ পদার্থেরও মূলরূপ, অতএব **বিশ্বসম্ভব**—হে বিশ্বম্ভর, হে তৎকারণ রূপ। 'বিশ্বভাবন' এই পাঠে একই অর্থ। সেইরূপেই নিজের কৃতকৃত্যতা সুখ নিবেদন করছেন, **লোকনাথেন**—জগৎপতি হলেও আপনারই দ্বারা অমেরা 'সনাথা' দাসত্বে স্বীকৃত, এরূপ অর্থ—'নাথ' পদের পুনরুক্তির কারণ এই পদের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন। বা 'লোকনাথেন' লোকের দ্বারা প্রার্থিত আপনার দ্বারা ইত্যাদি। এখানে 'অচ্যুত' বলে সম্বোধন করে এই দাসত্বে স্বীকারের নিত্যতা দেখালেন॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি হর্ষেণ দ্বিত্বম্। মহাযোগিন্নিতি যোগবলেনৈব গোবর্দ্ধনমুদ্ধৃত্য মৎসন্তানানি ত্বমরক্ষ ইতি ভাবঃ। ভবতা সনাথা ইতি মৎসন্তানান্ জিঘাংসুনা ইন্দ্রেণ নাথেনালমিতি ভাবঃ॥ বি০ ১৯॥

২০। ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে।
ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যে চ সাধবঃ॥

২০। **অন্বয়ঃ** [হে] জগৎপতে! ত্বং নঃ (অস্মাকং) পরমকং (পরমং সুখং যস্মাৎতৎ) দৈবং (দেবতা) ত্বং নঃ (অস্মাকং) ইন্দ্র, যে চ সাধবঃ [তেষাং] গোবিপ্রদেবানাং ভবায় মঙ্গলায়) ভব।

২০। **মূলানুবাদঃ** হে প্রভো! আপনি আমাদের পরম দেবতা, হে জগৎপতে! যদিও আপনি অনন্ত জগতের পতি, তথাপি গো-ব্রাহ্মণ-দেবতাদের ও অন্যান্য সাধুদের মঙ্গলের জন্য আপনিই আমাদের ইন্দ্র হউন।

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কৃষ্ণকৃষ্ণ**—হর্ষে দুইবার সম্বোধন। **মহাযোগিন্**—যোগবলেই গোবর্ধন উঠিয়ে ধরে আমার সন্তানদিগকে আপনি রক্ষা করেছেন, এরূপ ভাব। **ভবতা সনাথা**—আপনার দ্বারা দাসত্বে স্বীকৃত আমরা, কাজেই আমার সন্তানদের জিঘাংসু ইন্দ্র-প্রভুতে কি প্রয়োজন, এরূপ ভাব॥ বি০ ১৯॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** বৈশিষ্ট্যে হেতুঃ—ত্বং নঃ পরমকং দৈবমিতি। নীতৌ চ তদ্‌যুক্তাদিতি কন্। 'জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ, স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ম্; যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গোপান্ পালয়তি, যোঽসৌ সর্বেষু বেদেষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ সর্বৈর্বেদৈর্গীয়তে, যোঽসৌ সর্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতি' ইত্যাদি তাপনীশ্রুতেঃ। অতো নোঽস্মাকমিন্দ্র স্বমেব ভব। জগৎপতে ইতি—যদ্যপি জগতামপি পতিস্ত্বং, তথাপীতি পূর্ববৎ। গবেন্দ্রত্বেঽপি বিপ্রাদীনামভ্যুদয়ঃ। 'গোভ্যো যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে, গোভ্যো দেবাঃ সমুত্থিতাঃ। গোভির্বেদাঃ সমুদ্গীর্ণাঃ, সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ॥' ইতি গোসূক্তাৎ॥

২০ **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** বৈশিষ্ট্য হেতু—আপনি আমাদের পরম দেবতা,—"জন্ম নেই জরা নেই, স্থির অচ্ছেদ্য ইনি—যিনি সূর্য্যে থাকেন, গো-তে থাকেন। যিনি গোপেদের পালন করেন, যিনি সকল বেদে আছেন, যিনি সকল বেদে গীত হন, যিনি সকল ভূতে প্রবিষ্ট থেকে প্রেরণা দেন" ইত্যাদি তাপনি শ্রুতি হেতু। অতএব আমাদের ইন্দ্র আপনিই হউন। **জগৎপতে**—যদিও আপনি জগতের পতি, তথাপি আমাদের দাস বলে স্বীকার করেছেন। আপনিই 'গবেন্দ্র' অর্থাৎ গোগণের দ্বারা ইন্দ্রত্বে বৃত হলেও বিপ্রাদিরও কিন্তু আপনা থেকে মঙ্গল হয়—'গো থেকে যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়। গো থেকে দেবতাগণ সমুত্থিত হন। গো-দ্বারা বেদ সকল উচ্চারিত হয়। গো হল বৈদিক যাগাদি ক্রিয়ার জ্ঞাপক।'—গোসূক্ত॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** পরমং কং সুখং যস্মাত্তৎ অতস্ত্বমেবাস্মাকমিন্দ্রো ভব জগৎপতে! ইতি তত্র জগৎপতিত্বেঽপি সম্প্রতি গোপজাতিত্বাৎ গোপত্বেঽপি ইন্দ্রমখবিমর্দ্দিত্বাদিন্দ্রপরাভাবকত্বাচ্চ তবেন্দ্রত্বমুপযুক্তমেবেতি ভাবঃ। যে চান্যে সাধবস্তেষাঞ্চ॥ বি০ ২০॥

২১। ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা চোদিতা বয়ম্।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে॥

২১। অন্বয়ঃ [হে] বিশ্বাত্মন্ [ত্বং] ভূমেঃ ভারাপনুত্তয়ে (ভারনাশায়) অবতীর্ণঃ অসি। ব্রহ্মণা চোদিতাঃ (প্রেরিতাঃ) বয়ং নঃ (অস্মাকং) ইন্দ্রং (প্রভুং) ত্বা (ত্বাং) অভিষেক্ষ্যামঃ (অভিষিক্তং করিষ্যামঃ)।

২১। মূলানুবাদঃ হে বিশ্বাত্মন্! আপনি স্বভাবতই ইন্দ্র। আপনাকে আমাদের ইন্দ্রপদে এখন অভিষিক্ত করব, মনুষ্যলোকে প্রচারের জন্য। আমরা ব্রহ্মার দ্বারা প্রেরিত হয়েই এসেছি, স্বতন্ত্র ভাবে নয়। আপনি অদৃশ্য হয়েও যে অবতীর্ণ হয়েছেন, তা ভুভার হরণের জন্য।

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ **পরমকং**—পরম 'কং' সুখ যার থেকে লাভ হয় সেই **দৈবং**—দেবতা; অতএব সেই তিনিই আমাদের ইন্দ্র। **জগৎপতে**—আপনি জগৎপতি হলেও সম্প্রতি জাতিতে গোয়ালা হলেও ইন্দ্রযজ্ঞ বিমর্দিত করা হেতু ও ইন্দ্র-পরাভাবক হওয়া হেতু আপনার ইন্দ্রত্ব উপযুক্তই বটে, এরূপ ভাব॥ বি০ ২০॥

২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তৎপ্রকারমেব ভক্তিবিশেষেণ সনিশ্চয়ং বিজ্ঞাপয়তি—ইন্দ্রমিতি। স্বভাবত এব নোঽস্মাকমিন্দ্রং ত্বামধুনা মনুষ্যলোকে প্রচারায় কেবলমভিষেক্ষ্যামঃ। নন্থ তর্হি ইন্দ্রাদ্যধিকারদাতুর্ব্রহ্মণোঽবমানঃ স্যাত্তত্রাহ—ব্রহ্মণেতি। অতো ব্রহ্মবাক্যাপেক্ষয়াপি ত্বয়া সম্মতিঃ কার্য্যেতি ভাবঃ। নন্থ তর্হি স এব কথং নাগতঃ? তত্রাহ—বয়মিত্যত্রাস্মাকমেবাধিকারঃ, ত্বদীয়গোবংশস্যাদিমাতৃত্বেন তত্রান্তরঙ্গত্বাৎ, তস্য তু প্রপঞ্চাধিকারত্বেন বহিরঙ্গত্বাদিতি ভাবঃ। অতো বহুত্বমপ্যাত্মনো বহুমানেন; যদ্বা, বৎসলতয়া স্বসঙ্গাগতমিন্দ্রং তদীয়াংশ্চ কৃতার্থয়িতুং বহুত্বেন তান্ সর্ব্বান্ সংগৃহ্ণাতি। ততশ্চ কৃপাপরাধেন স্বেন মহাপরাধিন ইন্দ্রস্যাপ্যপরাধক্ষমাপণে পূর্ব্ববদপরাধশঙ্কয়া ব্রহ্মা নাগমদিতি জ্ঞেয়ম্। অবতীর্ণোঽসীতি তৈর্ব্যঞ্জিতম্। যদ্বা, নন্বহং শ্রীনন্দগোপনন্দনঃ কথং যুষ্মদ্দৈবম্? ততো যূয়ং ব্রহ্মাপ্যসমীক্ষ্যকারিণ এবেত্যাশঙ্ক্য ন মুহুরস্মান্ প্রতারয়েত্যাহ—অবেতি। শ্রীমতি পরমগোলোকে বিরাজমানো নিত্যমস্মৎপরমদৈবতরূপ এব ত্বমবতীর্ণোঽসি, শ্রীনন্দাদিনিজপরিকরৈঃ সহ কেবলং ভূম্যাং প্রকটোঽসি, ন তু জীববজ্জাতোঽসীত্যর্থঃ। নন্থ ভূভারাপনোদনেন মম কিম্? তত্রাহ—বিশ্বাত্মন্নিতি, অতো বিশ্বস্যাপি স্থিতিস্তত্র এব যুজ্যত এবেতি ভাবঃ। তত্রৈব 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন' (শ্রীভা০ ৪।৩১।১৪) ইত্যাদি-ন্যায়েন সর্ব্বেষামেবাত্র তবাভিষেকে জায়মানং সুখং তদর্থমবতীর্ণেন ভবতানুমোদনীয়মেবেতি ব্যঞ্জিতম্॥ জী০ ২১॥

২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ সেই ইন্দ্রত্বে বরণের বিধিই ভক্তি বিশেষের সহিত সনিশ্চয় সকলকে জানাচ্ছেন—ইন্দ্রম্ ইতি। **স্বভাবতঃই নঃ**—আমাদের ইন্দ্র আপনাকে অধুনা মনুষ্যলোকে প্রচারের জন্য কেবল অভিষেক করব। আচ্ছা তা হলে তো ইন্দ্রাদি অধিকার দাতা ব্রহ্মার অবমান হয়ে যাবে, এরই উত্তরে, ব্রহ্মার দ্বারা প্রেরিত হয়েই আমরা এ কাজে বৃত হয়েছি,অতএব ব্রহ্মবাক্যের অপেক্ষায়ও

আপনার সম্মত হওয়াই সমীচীন, এরূপ ভাব। আচ্ছা, তা হলে তিনি নিজেই কেন এলেন না—এরই উত্তরে, **বয়ম্**—এ বিষয়ে আমাদেরই অধিকার, কৃষ্ণের গোবংশের আদি মাতা বলে এ বিষয়ে অন্তরঙ্গা হওয়া হেতু—ব্রহ্মা প্রপঞ্চের আধিকারিক দেবতা বলে বহিরঙ্গ এরূপ ভাব। এখানে **বয়ম্**—আমরা, এই বহুবচন ব্যবহার সুরভির নিজের বহু সম্মান হেতু (গৌরবে বহুবচন)। অথবা, বৎসলতা হেতু সুরভির নিজের সঙ্গে আগত ইন্দ্রকে ও তদীয় জনদিকে কৃতার্থ করবার জন্য তাদের সকলকেই নিজের অন্তর্ভুক্ত করে বহুবচনে 'আমরা' বললেন। অতঃপর মহাপরাধী ইন্দ্রের অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য কৃত-অপরাধ ব্রহ্মা নিজে এলেন না, পাছে পূর্ববৎ অপরাধে জড়িয়ে পড়েন এই ভয়ে। [শ্রীধর—কৃষ্ণ যেন বলছেন, দেবতাই ইন্দ্র হয়, গোয়ালার ছেলে আমি কি করে ইন্দ্র হব ? এরই উত্তরে সুরভি বলছেন—আপনি গোলোক থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন।] অথবা, কৃষ্ণ যেন প্রশ্ন উঠাচ্ছেন, আচ্ছা আমি শ্রীনন্দগোপের বেটা কি করে আপনাদের দেবতা হতে পারি ? আপনারা এমন কি ব্রহ্মাও বিচারশূন্য, এরূপ কথার আশঙ্কায় সুরভি বলছেন—আমাদের বার বার প্রতরণা করবেন না, শ্রীমান্ পরম গোলোকে বিরাজমান্ আপনি নিত্যই আমাদের পরম দেবতারূপ **অবতীর্ণোঽসি**—কেবল বর্তমানে এই পৃথিবীতে প্রকট হয়েছেন, শ্রীনন্দাদি নিজ পরিকর সহ, জীববৎ জাত নন, এরূপ অর্থ। আচ্ছা, ভূভার অপসারণে আমার কি প্রয়োজন ? এরই উত্তরে সুরভি, **বিশ্বাত্মন্**—আপনি বিশ্বের অন্তর্যামী, সুতরাং বিশ্বের স্থিতির আপনিই কর্তা, এরূপ ভাব। এই ভাগবতেই আছে—"তরুর মূলে জল সেক করলে যেমন তার লতাপাতা সব সঞ্জিবীত হয়ে উঠে, সেইরূপ সর্বকারণকারণ কৃষ্ণের সেবাকরলেই অন্য সকলেই তুষ্ট"—(শ্রীভা॰ ৪।৩১।১৪)—ইত্যাদি ন্যায়ে এখানে আপনার অভিষেক করলেই সকলেরই সুখ জাত হবে—সেই জন্যই অবতীর্ণ আপনার ইহা অনুমোদন-যোগ্য, এরূপ ব্যঞ্জিত হল ॥ জী॰ ২১ ॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নোঽস্মাকং ত্বা ত্বাং ইন্দ্রম্। নন্থ, কস্যাপ্যাদেশেন স্বাতন্ত্র্যেণৈব তত্রাহ, ব্রহ্মণেতি। যদা—মহাভয়বিহ্বলেনেন্দ্রেণ স্বসাহায্যার্থং গত্বা ব্রহ্মানিবেদিতস্তদা তেনাপি ভূতপূর্ব্ব-স্বাপরাধস্মৃত্যা ভীতেন বিমৃশ্য অহমাদিষ্টা সুরভে ত্বৎসন্তানপালকস্য প্রভোস্তন্মতিপ্রীতিপাত্রী ভবসি তৎ ত্বমেব গত্বা কৃপাসিন্ধৌ তত্রেন্দ্রাপরাধং ক্ষময় গবেন্দ্রত্বেন তমভিষিঞ্চ চেতি। কিঞ্চ, ব্রহ্মাণ্ডকোটীন্দ্রস্য ব্রহ্মরুদ্রাদি-দুর্ল্লভচরণপরিচরণস্য তব গবেন্দ্রত্বেনাভিষেকো নাম কঃ খলূৎকর্ষঃ। কিন্ত্বভিষিঞ্চতামস্মাকমেবোৎকর্ষার্থমস্মাক ময়ং প্রযত্ন ইত্যাহ অবতীর্ণোঽসীতি বিশ্বাত্মন্নিতি বিশ্বাত্মত্বেন সর্ব্বথৈবাদৃশ্য এব ত্বং যদি নাবতরিষ্যস্তদাস্মাক-মেতাবদ্ভাগ্যং কথমভবিষ্যদিতি ভাবঃ ॥ বি॰ ২১ ॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ নঃ+ত্বা—'ত্বাং' আপনাকে 'নঃ' আমাদের **ইন্দ্রং**—ইন্দ্রপদে **অভিষেক্ষ্যামো**—অভিষিক্ত করব। আচ্ছা, কারুর আদেশে এ কাজ করতে চাচ্ছেন, কি স্বতন্ত্র ভাবে—এরই উত্তরে, আমরা ব্রহ্মার দ্বারা প্রেরিত হয়েছি। যখন মহাভয়বিহ্বল ইন্দ্র নিজের সাহায্যের জন্য ব্রহ্মার নিকট গিয়ে সব নিবেদন করলেন, তখন ব্রহ্মা নিজের পূর্ব অপরাধ স্মরণ করে ভীত ভাবে চিন্তা করে

শ্রীশুক উবাচ।

২২। এবং কৃষ্ণমুপামন্ত্র্য সুরভিঃ পয়সাত্মনঃ।
জলৈরাকাশগঙ্গায়া ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ॥
২৩। ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং চোদিতো দেবমাতৃভিঃ।
অভ্যসিঞ্চত দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ॥

২২-২৩। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ– সুরভি এবং উপামন্ত্র্য আত্মনঃ পয়সা (দুগ্ধেন) দেবমাতৃভিঃ (আদিত্যাদিভিঃ) চোদিত (প্রেরিতঃ) ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং (সহ) ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ আকাশগঙ্গায়াঃ জলৈঃ চ দাশার্হং (শ্রীকৃষ্ণং) অভ্যসিঞ্চত (অভিষিক্তং কৃতবান্) গোবিন্দ ইতি অভ্যধাৎ (গোবিন্দ ইতি নাম চ কৃতবান্)।

২২-২৩। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—যাতে নিজে ইন্দ্রত্ব স্বীকার করেন তার জন্য সুরভি এইরূপে কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করে নিজদুগ্ধ দ্বারা তাঁর অভিষেক করলেন। অনন্তর ইন্দ্র অদিতি প্রভৃতি দেবমাতৃগণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে দেব ও ঋষিগণের সহিত মিলিত হয়ে ঐরাবতের শুড়ে উদ্ধৃত আকাশগঙ্গার জলে শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করত 'গোবিন্দ' এই নাম করণ করলেন।

আমাকে আদেশ করলেন—হে সুরভি, তোমার সন্তান-পালক প্রভুর তুমি অতি প্রীতিপাত্রী, সুতরাং তুমিই সেখানে কৃপাসিন্ধু কৃষ্ণের নিকট গিয়ে ইন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেও এবং গোদের ইন্দ্ররূপে তাঁকে অভিষিক্ত কর। **অবতীর্ণোঽসী ইত্যাদি**—আরও ব্রহ্মাণ্ডকোটি ইন্দ্র, ব্রহ্মরুদ্রাদি-দুর্লভচরণ-পরিচরণ আপনার গবেন্দ্ররূপে অভিষেক কি এমন উৎকর্ষ—কিন্তু অভিষেকের জন্য আমাদের এই প্রযত্নে আমাদেরই উৎকর্ষের জন্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে **হে বিশ্বাত্মন্ অবতীর্ণোঽসি**—আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন, পৃথিবীর ভার নাশের জন্য—'বিশ্বাত্মন্' বিশ্বাত্মা হওয়া হেতু সর্বথাই আপনি অদৃশ্য—আপনি যদি অবতীর্ণ না হতেন তা হলে আমাদের এরূপ ভাগ্য কি করে হতে পার তো, এরূপ ভাব॥ বি০ ২১॥

২২-২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** এবমিতি যুগ্মকম্, উপামন্ত্র্য নিজেন্দ্রত্বস্বীকারায় প্রার্থ্যেত্যর্থঃ। লজ্জাদিনা শ্রীভগবতা সাক্ষাদকৃতেঽপি স্বীকারে 'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্' ইতি ন্যায়েন সুরভিঃ স্বয়মেবাভ্যষিঞ্চৎ। ইন্দ্রঃ স্বয়মপ্রবৃত্তঃ, কিন্তু তদভিষেকার্থমেব সুরর্ষিভিঃ সাকং তত্র সাক্ষাদাগতাভিঃ দেবমাতৃভিঃ প্রেষিতঃ, যথা শ্রীকৃষ্ণোঽয়ং ভগবান্ কৃপার্দ্রচিত্তঃ শরণাগতবৎসলঃ, বিশেষতশ্চ তৎপ্রিয়তজনসঙ্গত্যা 'ত্বমাগতোঽসি, সময়োঽয়মপ্যতিপ্রশস্তস্তস্মান্মা ভয়ং কার্ষীঃ, মহোৎসবং ভক্ত্যা বিধৎস্ব' ইতি; অতস্তৈরেব সহিতোঽভ্যষিঞ্চদিত্যর্থঃ। ঐরাবতস্য করেণ কৃত্বা রত্নকুম্ভাদিদ্বারা উদ্ধৃতৈরানীতৈস্তদীয়রত্নময়ঘণ্টয়েতি বিষ্ণুপুরাণে, তচ্চ গজেন্দ্রদ্বারা তদ্বিধানাৎ সদ্যো বাঞ্ছিততীর্থজললাভাচ্চ গবামিন্দ্রো গোবিন্দঃ, তৎপদেনৈব গবেন্দ্রতায়া বাচ্যত্বাৎ। 'প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্' (শ্রীভা০ ১০।২৬।২৫) ইতি তদর্থনির্দ্দেশেন তন্নাম্নঃ' সূচিতত্বাৎ। 'ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ' ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। পৃষোদরাদি-পাঠ ইতি; দাশার্হমিতি, দাশার্হত্বেঽপি গোবিন্দত্বমুকৃষ্টমিত্যভিপ্রেতম্॥ জী০ ২২-২৩॥

২৪। তত্রাগতাস্তুম্বুরুনারদাদয়ো গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ।
জগুর্যশো লোকমলাপহং হরেঃ সুরাঙ্গনাঃ সংননৃতুর্মুদান্বিতাঃ॥

২৪। **অন্বয়ঃ** তত্র আগতাঃ তুম্বুরুনারদাদয়ঃ গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) লোকমলাপহং (জগতাং পাপনাশনং) যশঃ জগুঃ (গীতবন্তঃ) মুদান্বিতা সুরাঙ্গনাঃ (দেবপত্ন্যঃ) সংননৃতুঃ।

২৪। **মূলানুবাদঃ** তৎকালে তুম্বুরু, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ এবং গন্ধর্ব বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ তথায় সমাগত হয়ে নামাপরাধাদি সমস্ত দোষ দূরকারী কৃষ্ণ নামগুণলীলা সঙ্কীর্তন করতে লাগলেন, আর সেই সঙ্গে অপ্সরাগণ পরমানন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

২২-২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** 'এবং' ইতি দুটি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। **উপামন্ত্র্য**—কৃষ্ণ নিজে যাতে ইন্দ্রত্ব স্বীকার করেন, তার জন্য প্রার্থনা করে। লজ্জাদি হেতু শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎভাবে স্বীকার না করলেও 'মৌন সম্মতি লক্ষণ' এই ন্যায়ে সুরভি স্বয়ং অভিষেক করলেন। ইন্দ্র নিজে নিজে প্রবৃত্ত হলেন না, কিন্তু দেবতা ও ঋষিগণের সহিত সেখানে সাক্ষাৎ আগতা দেবমাতাদেব দ্বারা এই ভাবে প্রেরিত হলেন, যথা—'এই কৃষ্ণ ভগবান্ কৃপাদ্রচিত্ত শরণাগত-বৎসল, আর বিশেষতঃ তাঁর প্রিয়জন সঙ্গে তুমি এসেছ—এই সময়টি তোমার পক্ষে অতি প্রশস্ত, অতএব ভয় কর না—মহোৎসব ভক্তির সহিত সম্পন্ন কর।' অতএব ইন্দ্রও সুরভি আদির সহিত অভিষেক করলেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"ঐরাবতের শুড়ে করে আনা রত্নকুম্ভাদি দ্বারা এবং উঠিয়ে আনা তদীয় রত্নময় ঘণ্টাদ্বারা অভিষেক করলেন।" এবং গজেন্দ্র দ্বারা এসব কাজ করানের কারণ সদ্য বাঞ্ছিত তীর্থজল লাভ। **গোবিন্দ**—গোগণের ইন্দ্র—এই পদেই গোগণের ইন্দ্ররূপে অভিহিত হওয়া হেতু—"গোগণের ইন্দ্র আমদের প্রতি প্রসন্ন হউন"—(শ্রীভা০ ১০।২৬।২৫)। কৃষ্ণের উদ্দেশেই গোগণের ইন্দ্র কথাটি প্রয়োগ হেতু তাঁর নামের সূচনা করছে। পরবর্তী (শ্রীভা০ ১০।২৭।২৮) শ্লোকে বলাও হয়েছে—"গো-গোকুলের পতি গোবিন্দকে অভিষেক করলেন।" **দাশার্হ**—যদুবংশীয় দশার্হের বংশ—দাশার্হ ভাবে থাকলেও তার থেকে 'গোবিন্দ' ভাবের যে উৎকৃষ্টতা, তা বলাই এখানে অভিপ্রেত॥ জী০ ২২-২৩॥

২২-২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** পয়সা দুগ্ধেন দেবমাতৃভিরদিত্যাদিভিঃ প্রেরিত ইন্দ্রশ্চাভ্যষিঞ্চং আত্মনো ভগবন্নিকৃষ্টদাসত্বমননেনাভিষেককর্ম্মণ্যভ্যর্হিতে স্বয়মপ্রবৃত্তঃ প্রথমং স্থগিত এবেন্দ্র আসীৎ পশ্চাদদিত্যাদিভিঃ প্রেরিতস্তদাজ্ঞাবশাল্লব্ধ তদধিকারসম্ভাবন এব অভ্যষিঞ্চংইত্যর্থঃ। দাশার্হমিতি দশার্হবংশ্যত্বেন জ্ঞাতস্যাপি তস্য গোপত্বস্যৈব স্পৃহণীয়ত্বাধিক্যাৎ গাং পশূন্ বিন্দতি গাং স্বর্গং বা ইন্দ্রত্বেন গাঃ সর্ব্বভক্তেন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষকত্বেনবিন্দতীতি বা গোবিন্দ ইত্যভ্যধাৎ নাম কৃতবানিত্যর্থঃ॥ বি০ ২২-২৩॥

২২-২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** পয়সা—দুগ্ধ দ্বারা। **দেবমাতৃভিঃ**—অদিতি ইত্যাদি দ্বারা **চোদিত**—প্রেরিত, ইন্দ্র ও অভিষেক করলেন—ইন্দ্র অভিষেক কর্মে সমাদৃত হলেও নিজেকে ভগবানের নিকৃষ্ট দাস মনে করাতে নিজে নিজেই প্রবৃত্ত না হয়ে প্রথমে একভাবে দাঁড়িয়েই রইলেন, পরে অদিতি প্রভৃতি দেবমাতাগণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে—এঁদের আজ্ঞা বশে এই অধিকার লাভ করেই অভিষেক করলেন,

২৫। তং তুষ্টুবুর্দ্দেবনিকায়কেতবো হ্যবাকিরংশ্চাদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ।
লোকাঃ পরাং নির্বৃতিমাপ্নুবংস্ত্রয়ো গাবস্তদা গামনয়ন্ পয়োদ্রুতাম্॥

২৫। অন্বয়ঃ দেবনিকায়কেতবঃ (দেবমুখ্যা বরুণাদয়ঃ) অদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ তং (শ্রীকৃষ্ণং অবাকিরন্ (আবব্রুঃ) তুষ্টুবুঃ (স্তবং চ চক্রুঃ) ত্রয়ঃ লোকাঃ পরাং নির্বৃতিং আপ্নুবন্ তদা গাবঃ [চ] গাং পয়োদ্রুতাং (পয়োভিঃ সিক্তাং) অনয়ন্ (অকুর্ব্বন্)।

২৫। মূলানুবাদঃ দেবশ্রেষ্ঠ বরুণাদি শ্রীগোবিন্দকে স্তব করতে লাগলেন এবং তাঁর উপর অদ্ভুত পুষ্পবৃষ্টি করে তাঁকে সমাচ্ছন্ন করে দিলেন। ত্রিলোকের প্রাণিসকল পরমানন্দ লাভ করল এবং গাভীগণ দুগ্ধধারায় ধরাতল ভিজিয়ে দিল।

এরূপ অর্থ। **দাশার্হম্**—যদুবংশীয় দাশার্হের বংশ বলে জ্ঞাত হলেও কৃষ্ণের গোপত্বেই স্পৃহার আধিক্য থাকা হেতু **গোবিন্দ**—'গোবিন্দ' নামকরণ করলেন—'গাং' পশুদের 'বিন্দতি' পালন করেন, বাগাং—স্বর্গ, ইন্দ্ররূপে 'বিন্দতি' পালন করেন, বা 'গাঃ' ইন্দ্রিয় সমূহের আকর্ষকরূপে 'বিন্দতি' সর্বভক্তকে পালন করেন—এইরূপে 'গোবিন্দ' পদ নিষ্পন্ন হল॥ বি০ ২২-২৩॥

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ততশ্চ মহোৎসবো জগদানন্দকরো বৃত্ত ইত্যাহ—তত্রেতি ত্রিভিঃ। তস্মিন্ 'শক্রকুণ্ডম্' ইতি শ্রীবরাহতঃ, 'গোবিন্দকুণ্ডম্' ইতি স্কান্দতঃ প্রসিদ্ধে শ্রীগোবর্দ্ধনপ্রদেশে আগতাঃ। সর্ব্বত্র হেতুঃ—মুদান্বিতাঃ, অত ইন্দ্রাজ্ঞাপেক্ষাপি তৈর্ন কৃতেতি ভাবঃ। তুম্বুরোরাদৌ নির্দ্দেশঃ, পূর্ব্বং নারদাদপি তস্য গানে জ্যৈষ্ঠ্যাৎ, তচ্চ লিঙ্গপুরাণে ব্যক্তম্। শ্রীনারদশ্চায়ং নিত্যপার্ষদঃ শ্রীগরুড়াদীনাং শ্রীবৈনতেয়াদিভিরিব শ্রীভগবদবতার-তৎপার্ষদপ্রবর-শ্রীনারদস্যৈবাবতারো গীতাদিকৌতুকেন গন্ধর্ব্বাদিষু বর্ত্তত ইতি। আদি-শব্দাচ্চিত্ররথাদয়ঃ; যদ্বা, তুম্বুরুনারদাবাদাবগ্রতো যেষাং তে গন্ধর্ব্বাদয়ঃ, লোকানাং সর্ব্বেষাং মলং তদ্ভক্তৌ দোষং মোক্ষাভিসন্ধিপর্য্যন্তম্॥ জী০ ২৪॥

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অতঃপর জগদানন্দকর মহোৎসব হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তত্র ইতি তিনটি শ্লোকে। **তত্রাগতা**—সেই গোবর্ধন প্রদেশে আগত হলেন—শ্রীবরাহ পুরাণে 'ইন্দ্রকুণ্ড' বলে প্রসিদ্ধ আর স্কান্দে 'গোবিন্দকুণ্ড' বলে প্রসিদ্ধ সেই শ্রীগোবর্ধন প্রদেশে আগমন করলেন তম্বুরু-নারদাদি। সর্বত্র হেতু, **মুদান্বিতা**—হর্ষযুক্ততা, অতএব ইন্দ্রের আজ্ঞারও অপেক্ষা তাঁরা করলেন না, এরূপ ভাব। নারদের আগে 'তুম্বুরু'র উল্লেখের কারণ গানে তুম্বুরু জ্যেষ্ঠ। শ্রীবিনতানন্দন-গরুড়াদি যেমন নিত্যপার্ষদ গরুড়াদির অবতার তেমনি এই শ্লোকে উল্লিখিত শ্রীনারদ শ্রীভগবদবতার-তৎপার্ষদ প্রবর শ্রীনারদের অবতার—ইনি গীতাদি কৌতুকের জন্য গন্ধর্বাদির মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। 'নারদাদয়' এই আদি পদে চিত্ররথাদিকে ধরতে হবে, অথবা তুম্বুরু নারদাদির অগ্রে যাঁরা আছেন সেই গন্ধর্বাদি। **লোকমলাপহং** সকল লোকের 'মলং' কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে নামাপরাধ থেকে মোক্ষাভিসন্ধি পর্যন্ত যাবতীয় দোষ দূরকারী 'যশ' নামরূপ গুণ লীলা কীর্তন করতে লাগলেন॥ জী০ ২৪॥

২৬। নানারসৌঘাঃ সরিতো বৃক্ষা আসন্ মধুস্রবাঃ।
অকৃষ্টপচ্যৌষধয়ো গিরয়োঽবিভ্রন্নুন্মণীন্॥

২৬। অন্বয়ঃ সরিতঃ (নদ্যঃ) নানারসৌঘাঃ (ক্ষীরাদি বাহিন্যঃ) আসন্, বৃক্ষাঃ মধুস্রবাঃ [আসন্] অকৃষ্টপচ্যৌষধয়ঃ (কর্ষণং বিনৈব পক্কা ওষধয়ঃ যত্র তে), গিরয় উন্মনীন্ (উৎকৃষ্টান্মণীন্) অবিভ্রন্ (ধারয়ামাসুঃ)।

২৬। মূলানুবাদঃ নদী সকল ক্ষীরাদিপ্রবাহিনী হল। বৃক্ষসকল মধুস্রবা হল। কর্ষণ বিনা পক্ক ধান-কলাগাছ প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন পর্বত নিবহ উৎকৃষ্ট মণিচয় বাইরে প্রকাশ করে ধরল।

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ দেবনিকায়কেতবঃ বরুণাদ্যাঃ, পুষ্পাণাং স্বরূপেণ বৃষ্টনাম-পারমিত্যনেন চ অদ্ভুতাভিঃ পুষ্পাণাং বৃষ্টিভিঃ ব্যাপয়ামাসুঃ। পরাম্—যতোঽতিশয়িতা নান্যাস্তি তাম্॥

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ দেবনিকায় কেতব—দেব-শ্রেষ্ঠ বরুণাদি। **অদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ**—পুষ্প সমূহ স্বরূপেই অদ্ভুত, পুনরায় বৃষ্টির আধিক্যে অদ্ভুত, এইরূপ অদ্ভুত পুষ্পের বৃষ্টিতে কৃষ্ণকে ছেয়ে দিলেন। **পরাং**—যার অতিশয় নেই অর্থাৎ নিরতিশয়॥ জী০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ দেবনিকায়েষু কেতব ইব মুখ্যা বরুণাদয়ঃ। অদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভি-র্বিশেষেণ অবাকিরন্ আবব্রুরিত্যর্থঃ। গাং পৃথ্বীং পয়োভির্দ্রুতাং আর্দ্রাং অনয়ন্ অকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ॥ বি০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ দেবনিকায় কেতব—'নিকায়' সমূহ, 'কেতব' পতাকা—দেবতাগণের মধ্যে পতাকা সদৃশ অর্থাৎ মুখ্য বরুণাদি। অদ্ভুত পুষ্পবৃষ্টি বিশেষের দ্বারা **আবিকরন্**—ছেয়ে দিলেন। **গাং**—পৃথিবীকে, দুগ্ধের ধারায় ভিজিয়ে দিলেন॥ বি০ ২৫॥

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ নানারসেত্যাদাবেবং জ্ঞেয়ম্—পূর্ব্বং বৃন্দাবনে যদ্‌যদ্বৈ-শিষ্ট্যমাসীৎ, তদপ্যধুনাধিকতয়া তত্র ভূত্বা ত্রৈলোক্য মপি ব্যাপ্নোদিতি। অকৃষ্টপচ্যৌষধয় ইতি মধ্যে সুপ্-লুক্ ছান্দসঃ, সন্ধির্বা॥ জী০ ২৬॥

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ নানারস ইত্যাদি বিষয়ে এরূপ বুঝতে হবে—পূর্বে বৃন্দাবনে যে যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাও অধুনা সেখানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ত্রিলোকও ছেয়ে ফেললো। **অকৃষ্টপ-চ্যৌষধয়ঃ**—কর্ষণ বিনাই পরিপক্ক 'ওষধি' অর্থাৎ ফল পাকলে যা শুকিয়ে যায় সেই তরু-লতা-তৃণ প্রভৃতি, যথা ধান কলাগাছ ইত্যাদি পরিপূর্ণ পর্বত॥ জী০ ২৬॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নানারসৌঘাঃ ক্ষীরাদিবাহিন্যঃ অকৃষ্টপচ্যাঃ কর্ষণং বিনৈব পক্কা ওষ-ধয়ো যত্র তে গিরয়ঃ। উন্মণীন্ উৎকৃষ্টান্মণীন্ অবিভ্রন্ অবিভরুঃ॥ বি০ ২৬॥

২৭। কৃষ্ণেঽভিষিক্ত এতানি সত্ত্বানি কুরুনন্দন।
নির্ব্বৈরাণ্যভবংস্তাত ক্রূরাণ্যপি নিসর্গতঃ॥

২৭। অন্বয়ঃ [হে] কুরুনন্দন! তাত (বৎস) কৃষ্ণে অভিষিক্তে এতানি সত্ত্বানি (জন্তবঃ) নিসর্গতঃ (জাতিস্বভাবেন) ক্রূরাণি অপি নির্ব্বৈরাণি (মিত্রাণীব) অভবন্।

২৭। মূলানুবাদঃ হে কুরুনন্দন! শ্রীকৃষ্ণ-অভিষেককালে কেবল গুণ সমূহই প্রকাশ পেয়েছিল, তাই নয়, দোষ সমূহও অন্তর্হিত হয়েছিল। জাতি স্বভাবে পরস্পর হিংসাপরায়ণ অহি-নকুলাদি প্রাণিগণ তৎকালে শত্রুভাব ত্যাগ করল।

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নানারসৌঘাঃ**—নদী নানারস প্রবাহিনী অর্থাৎ ক্ষীরাদি-প্রবাহিনী হল। **অকৃষ্টপচ্যা**—কর্ষণ বিনাই পক্ক **ওষধি**—ধান-কলাগাছ প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ পর্বত সমূহ। **অবিভ্রন্নুন্মণীন্**—উৎকৃষ্ট মণিসমূহ বাইরে প্রকাশ করতে লাগল॥ বি০ ২৬॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ন চ কেবলং গুণা এব সম্পন্নাঃ, স্বাভাবিকদোষা অপি বিনষ্টা ইত্যাহ—কৃষ্ণ ইতি। এতানি প্রসিদ্ধানি সত্ত্বানি নিসর্গতো জাতিস্বভাবেন ক্রূরাণি পরস্পরং হিংসাপরাণ্যপি অহিনকুলাদীনি সর্ব্বাণি সর্ব্বভূতান্যেব নৈর্ব্বৈরাণি মিত্রাণীবাভবন্। 'জায়মানে জনার্দ্দনে' (শ্রীভা০ ১০।৩।৮) ইতিবত্তদানীমিতি জ্ঞেয়ম্। বৃন্দাবনে তু সর্ব্বদৈবেতি শেষঃ। হে কুরুনন্দন ইতি—তস্য তবানুমোদনেন, হে তাতেতি পরমাশ্চর্য্যেণ প্রেমবৈবশ্যেন বা পুনঃ অনুকম্পয়া সম্বোধম্॥ জী০ ২৭॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** কেবল যে গুণ সকলই সমৃদ্ধ হয়ে উঠল, তাই নয়—শ্রীবৃন্দাবনে স্বাভাবিক দোষ সকলও বিনষ্ট হয়ে গেল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **এতানি**—প্রসিদ্ধ সত্ত্বানি অর্থাৎ প্রাণীসকল **নিসর্গত**—জাতি স্বভাবে **ক্রূরাণি**—পরস্পর হিংসাপর হলেও অর্থাৎ অহি-নকুল প্রভৃতি **সর্বাণি**—সর্বপ্রাণীই **নির্বৈরাণি**—মিত্রের মতো হয়ে গেল। 'ঘোর অন্ধকার মধ্যরাত্রে জনার্দন অবতীর্ণ হওয়ার উপক্রম করলে কাল সর্বগুণ সম্পন্ন হয়ে উঠল'—(শ্রীভা০ ১০।৩।৮)। তখনকার অবস্থা এইরূপ জানতে হবে। বৃন্দাবনে সর্বদাই এরূপ ভাব, ইহাই শেষ যথা—(তৎকালে ভাবের উচ্ছলতা ইহাই বিশেষ)। **হে কুরুনন্দন**—হে রাজা পরীক্ষিত! রাজা পরীক্ষিৎ যে এই অভিষেক হর্ষের সহিত অনুমোদন করলেন, তাই ধ্বনিত হচ্ছে এই সম্বোধনে। হে তাত! পরম আশ্চর্যে প্রেমবৈবশ্য হেতু, বা পুনরায় অনুকম্পায় এই সম্বোধন॥ জী০ ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** এতানি ভূতানীতি শেষঃ॥ বি০ ২৭॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে সপ্তবিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এতানি**—এই ভূত সকল॥ বি০ ২৭॥

২৮। ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ।
অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিভির্দিবম্॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণাভিষেকোনাম
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

২৮। অন্বয়ঃ ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দং অভিষিচ্য (অভিষেকবিধিনা সম্পূজ্য) অনুজ্ঞাতঃ (তদাদেশং গৃহীত্বা) সঃ শক্রঃ দেবাদিভিঃ বৃতঃ (পরিবৃতঃ) দিবং (স্বর্গলোকং) যযৌ।

২৮। মূলানুবাদঃ ইন্দ্র এইরূপে গো ও গোকুলের পতি গোবিন্দকে অভিষিক্ত করত তাঁর আজ্ঞানুসারে দেবতাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে স্বর্গে গমন করলেন।

২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ সঃ অপরাধ্যপি শ্রীভগবতা স্বীকৃতোপচারঃ, গোগোকুলপতিত্বেন স্বত এব তং গোবিন্দমভিষিচ্যেতি তেন তস্য নাতিশয়ঃ, কিন্তু তেন কর্ম্মণা লোকস্যৈব স্বস্যৈব হিতং চকারেতি ভাবঃ। তস্য হিতমেব দর্শয়তি—ততঃ শ্রীগোবিন্দেনানুজ্ঞাতঃ সন্ পূর্ব্বং তদপরাধিত্বাৎ প্রায়স্ত্যক্তোঽপি পুনর্দেবাদিভির্বৃতঃ স্বীকৃতো ভূত্বা দিবং যযাবিতি লীলেয়ং সখিভিঃ স্থানবেশাদিবৈশিষ্ট্যৈনৈব জ্ঞাতত্বাৎ দূরতো বা নিহ্নুত্য দৃষ্টত্বাৎ পশ্চাদেব ব্রজে কথিতেতি জ্ঞেয়ম্। 'ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য' ইতি—গোগোকুলয়োস্তদীশিতব্যয়োর্নিজেশিতৃত্বেন তস্য জ্ঞান এব সুখচমৎকারাৎ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে তু—'গোপবৃদ্ধাশ্চ গোপ্যশ্চ দৃষ্ট্বা তত্র শতক্রতুম্। তেন সংপূজিতাশ্চৈব প্রহর্ষমতুলং যযুঃ॥' ইতি শ্রীনন্দযশোদাদীনামপি তত্রাগমনং বর্ণিতম্; তত্তু 'বিবিক্ত উপসংগম্য' (শ্রীভা০ ১০।২৭।২) ইতি বিরোধাৎ কল্পান্তরে জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ২৮॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ সঃ—অপরাধী হলেও সেই ইন্দ্র, যাঁর অভিষেক-উপাচার কৃষ্ণ স্বীকার করেছেন। গো ও গোকুল পতিরূপে যিনি স্বভাবতঃই গোবিন্দ সেই তাকে অভিষেক করলেন।এতে তার কিছু বৈভব বাড়ল না কিন্তু সেই কর্মের দ্বারা জগতের এবং নিজেরই মঙ্গল করলেন ইন্দ্র এরূপ ভাব। ইন্দ্রের মঙ্গল দেখান হচ্ছে, **অনুজ্ঞাতো**—অতঃপর গোবিন্দের দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে, অপরাধী হওয়া হেতু পূর্বে দেবতাগণের দ্বারা ইন্দ্র ত্যক্ত্য প্রায় হয়েও পুনরায় তাঁদের দ্বারা **বৃতঃ**-স্বীকৃত হয়ে **দিবম্ যযৌ**-স্বর্গে গমন করলেন। এই লীলা সখাগণ স্থান ও বেশভূষা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যে বুঝতে পেরে দূর থেকে লুকিয়ে দেখলেন, তাই পরেই ব্রজে সবাইকে বললেন, এরূপ বুঝতে হবে। 'গো-গোকুলের পতি গোবিন্দকে অভিষেক করলেন'—সেই ঈশিতব্য গো-গোকুলের সম্বন্ধে গোবিন্দের পূজাকারীরূপে সেই ইন্দ্রের স্মরণ সুখচমৎকারই হয়ে থাকে। পদ্মোত্তর খণ্ডে—"গোপবৃদ্ধগণ ও গোপীগণ ইন্দ্রকে তথায় দেখে ও তাঁর দ্বারা

অত্যাদরে পূজিত হয়ে অতিশয় আনন্দ লাভ করলেন।” এইরূপে নন্দযশোদাদিরও তথায় আগমন বর্ণিত হল এখানে—আবার ‘নির্জনে এলেন’ এরূপ বলা আছে—(শ্রীভা০ ১০।২৭।২) শ্লোকে ; এই বিরোধ এসেছে। অতএব বুঝতে হবে দুই গ্রন্থে দুই কল্পের লীলা বর্ণন ॥ জী০ ২৮ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-সপ্তবিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত ।